CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 January, 2021 ■ আগরতলা, ২৮ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১৩ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের গণঅবস্থান মঞ্চ গুড়িয়ে দিল পুলিশ, রণক্ষেত্র ও থমথমে আগরতলা

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.)।। চরমপন্থী আন্দোলনের আশঙ্কায় বুধবার ভোর থেকে আন্দোলনরত চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের গণ অবস্থান মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। সাথে প্রায় তিন শতাধিক আন্দোলনকারী চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাতেই রণক্ষেত্রের রূপ নেয় আগরতলায় প্যারেডাইস চৌমুহনী এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামানো হয়েছে। কিন্তু, চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ এনে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করার জন্য ছুটে যান। ফলে, বাধ্য হয়ে পুলিশ জল কামান এবং কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে।

টানা ৫১ দিন গণ অবস্থান পালন করার পর আজ থেকে জঙ্গী আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা। গতকাল সন্ধ্যায় তাঁরা মশাল মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও-র হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই আজ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি-র চরম অবনতি ঘটবে তা পূর্বেই অনুমান করেছিল জেলা ও পুলিশ প্রশাসন। ফলে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। মূলত, গোয়েন্দা রিপোর্ট-র উপর ভিত্তি করেই তিনি ১৪৪ ধারা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বিজ্ঞপ্তি-তে উল্লেখ করেছেন।

যথারীতি আজ ভোর থেকে পশ্চিম জেলা পুলিশ প্রশাসন প্যারেডাইস চৌমুহনী-তে সিটি সেন্টারের সামনে অবস্থিত গণ অবস্থান মঞ্চ ভেঙে গুড়িয়ে দেন। সমস্ত জিনিসপত্র পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। সাথে আন্দোলনকারী প্রায় তিন শতাধিক চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় আরকে নগর টিএসএর ক্যাম্প-এ। ওই ঘটনায় চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং সকাল আনুমানিক ১০টা থেকে প্যারেডাইস চৌমুহনী-তে রাস্তা অবরোধে নেমে পড়েন তাঁরা। শুধু রাস্তা অবরোধ করেই তাঁরা থেমে থাকেননি সময়ের সাথে ক্রমশ মারমুখী হয়ে উঠেন আন্দোলনকারী-রা। পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী তাঁদের থামানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। হটাৎ সকল আন্দোলনকারী মিলে তাঁদের গণ অবস্থান মঞ্চের স্থানে গিয়ে শ্লোগান দিতে থাকেন এবং রাস্তায় শুয়ে পড়েন। এরই মধ্যে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি-তে জনৈকা মহিলা সামান্য আঘাত পান। তাতে, আন্দোলনকারীরা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভগ্নিপতিকে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে গেল শ্যালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। শ্যালকের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারালেন ভগ্নিপতি। নিহতের নাম প্রশান্ত দেববর্মা। ঘটনা চাম্পাহাওয়র থানা এলাকার হাতিমারায়। অভিযুক্ত যুবকের নাম বীরচন্দ্র দেববর্মা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় চাম্পাহাওয়ার থানাএলাকার হাতিমারায় শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন প্রশান্ত দেববর্মা। ভগ্নিপতির সঙ্গে শ্যালকের প্রতিদিন ঝগড়াঝাটি হত। এর জের ধরে গতকাল রাত তিনটা নাগাদ তার ভগ্নিপতিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর তরফ থেকে খবর পাঠানো

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে সাব্রুম সীমান্তে মতবিরোধ বিএসএফ-বিজিবির ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে হল না কোন সিদ্ধান্ত

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.)।। কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে ইন্দো-বাংলা সীমান্তে সাব্রুমে দুই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে মতবিরোধের জেরে সৃষ্ট চাপা উত্তেজনাকে ঘিরে পরিস্থিতি থমথমে। আজ বুধবার বিএসএফ এবং বিজিবি-র ফ্ল্যাগ মিটিঙেও কোনও সুরাহা হয়নি। ফলে, পরিস্থিতি কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে সে-বিষয়ে প্রশাসনের কোনও স্পষ্ট বার্তা পাওয়া যায়নি। বরং, আজ মহকুমা প্রশাসনের তরফে সাব্রুম সীমান্তের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ধর্মীয় সমাবেশ, জমায়েতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণকে ঘিরে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। তাই, আপাতত সীমান্তে নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। সাব্রুম মহকুমার আইলামারা সীমান্ত এলাকায় ওই ঘটনায় স্থানীয় জনমনে ভয় ও ক্ষোভ উভয়ই বিরাজ করছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে ভারতের নক্সা বিজিবি মানতে চাইছে না। তারা নির্মাণ কাজে আপত্তি জানিয়ে বাধা দেওয়ায় দুই সীমান্ত রক্ষীর মধ্যে চাপা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

আজ মৈত্রী সেতুর নীচে জিরো পয়েন্টে বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং করেছে। ওই বৈঠকে বিএসএফ-এর ডিআইজি এবং দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু, আজ দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করার পর কোনও সুরাহা হয়নি। এদিকে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে মহকুমাশাসক সীমান্তের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধে ধর্মীয় সমাবেশ, জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তাতে, বাজারহাট, দোকানপাট বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন স্থানীয় জনগণ।

মহকুমা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে স্থানীয় জনগণ ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং প্রতিবাদে স্লোগান দিয়েছেন। প্রশাসনের দাবি, জনগণের নিরাপত্তার প্রশ্নে সীমান্তের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধে সমস্ত কিছু বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন-কি, স্থানীয় জনগণকে বাড়িঘরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১০৩২৩ ঃ অমানবিক আচরণ করেছে রাজ্য প্রশাসন, মন্তব্য মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ১০৩২৩ এর আন্দোলন নিয়ে বুধবার যা ঘটেছে এবার তা নিয়ে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমমন্ত্রী মানিক সরকার। আইজিএম হাসপাতালে গিয়ে আক্রান্তদের দেখে আসেন তিনি। মানিক সরকার ছাড়াও রতন ভৌমিক, সুদন দাস, শহীদ চৌধুরি সহ অন্যান্যরা হাসপাতালে গিয়ে আক্রান্তদের দেখে আসেন।

পরে সাংবাদিকদের সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মানিক সরকার বলেন, এদিন যা ঘটেছে তা মেনে নেওয়া যায় না। মানিক সরকারের দাবি, অমানবিক আচরণ করেছে প্রশাসন।

পুরো ঘটনা শুনে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষিকাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে, নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। ভোররাতে শিশুদের সহ যেভাবে টেনে হিছড়ে তুলে নেওয়া হয়েছে এটা মানবিক নয়, স্বৈরাচারী মনোভাব। সরকার থেকে দায়িত্বশীল লোক এসে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতো। তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পারতো। কিন্তু সেটা করা হয়নি। যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী সরকার বললেন মানিক।

তিনি আরো বলেন, মুখ্যমন্ত্রীইতো তাদেরকে ডেকে নিয়ে কথা বলেছিলো। দুমাসের সময় দিয়েছিলো। আবার কথা বলতে পারতেন। বাম আমলে ১৩ হাজার অশিক্ষক পদে তাদেরকে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। পরবর্তী সময় সেটা আইনি জটিলতায় আটকে যায়।

কিন্তু ক্ষমতায় পরিবর্তনের পর সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে অশিক্ষক পদেও চাকরি দেওয়া যেতো। সেখানে কোনো বাধা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিটিএএডিসি ঃ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৫ ফেব্রুয়ারি

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ রুলস ১৯৮৫-এর ২৭ নম্বর রুলসের ১ এবং ২ নম্বর সাব রুল অনুযায়ী এডিসি এলাকার সবকয়টি কেন্দ্রের ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা পরিষদের নির্বাচন কমিশনারের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, এই সূচি অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি।

তিনি জানান, ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই তালিকার উপর দাবি ও আপত্তি জানানো যাবে। এই দাবি ও আপত্তিগুলি ১৭ ফেব্রুয়ারি মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ ফেব্রুয়ারি। ১৫ জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিধানসভা ক্ষেত্রগুলি যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে এডিসি-র বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোটার তালিকা প্রস্তুত হবে, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ১৭ মে-র মধ্যে এডিসি নির্বাচনের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নতুন পরিষদ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। করোনা-র প্রকোপে অনেকটা বিলম্ব হয়েছে এডিসি নির্বাচনে।

ছিনতাইকারীদের কবল থেকে অল্পতে রক্ষা পেল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বিশালগড়ে সিপাহী জলা অভয়ারণ্য থেকে ফেরার পথে ছিনতাইকারীদের আক্রমণের মুখে পড়ে এক যুবক। রাস্তার পাশে জঙ্গলের ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে ওই যুবক। ছিনতাইকারীদের কবলে থেকে বাঁচতে জঙ্গলে ঝাঁপ দিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ওই যুবক। আহত যুবকের নাম অভিজিৎ মল্লিক। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাম্পাহাওয়রে সন্দেহভাজন এনএলএফটি বৈরী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। চাম্পাহাওর থানার পুলিশ সন্দেহভাজন এনএলএফটি বৈরীকে আটক করেছে। আটক বৈরীর নাম সমরেশ দেববর্মা। তার বাড়ি চাম্পাহাওয়র থানা এলাকার তুলামুড়া এলাকায়। সে বাড়িতে অবস্থান করছে বলে পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়। আটক বৈরীর বিরুদ্ধে রইস্যাবাড়ী থানায় বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। আটক বৈরীকে রইস্যাবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে চাম্পাহাওর থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজ্যে বৈরী কার্যকলাপ সম্পর্কে আরও তথ্য মিলবে বলে পুলিশ ধারণা করছে। সে অনুযায়ী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

নেশা সামগ্রীসহ দুই যুবক ধৃত, বাইক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। খয়াই থানার পুলিশ রামচন্দ্র খাটের ইন্দিরা কলোনি থেকে দুই নেশা কারবারীকে আটক করেছে। জানা যায় ইন্দিরা কলোনি এলাকার বাসিন্দারা ২ সন্দেহ ভাজন যুবককে আটক করেন।

আটক করে তাদেরকে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয়। তাদের কাছ থেকে কিছু নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার হয়। উত্তেজিত জনতার গণধোলাইয়ে তারা দুজন আহত হয়। তারপর এলাকাবাসীর তরফ থেকে খবর পাঠানো হয় থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত যুবকদের থানায় নিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ইন্দিরা কলোনীসহ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূঁইয়ার মাথায় চুরি স্বর্ণালংকার লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বিশালগড় থানা এলাকার ভূঁইয়ার মাথা এলাকায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাড়িতে ঢুকে নগদ টাকা সোনা গয়না সহ অন্যান্য মূল্যবান নথিপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল।

জানা গেছে বাড়ির মালিক হরেকৃষ্ণ দাস এবং তার স্ত্রী পূর্ণিমা দাস গত বৃহস্পতিবার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন তাদের বাড়ির দরজা-জানালা সব কিছু ভাঙ্গা। ঘরে ঢুকে লক্ষ করেন আলমারি ভেঙ্গে নগদ টাকা, সোনার গয়না এবং মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গেছে চোরের দল। ঘটনাটি পরিবারের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জানুয়ারি।। আবারো সাব্রুম থেকে আগরতলাগামী রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু আটান্ন বছরের এক ব্যক্তির। মৃতের নাম নেপাল পাল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে অনেকের বক্তব্য আত্মহত্যার জন্য ঐ ব্যক্তি সাব্রুম থেকে আগরতলা গামী রেলে ঝাঁপ দেওয়াতে দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

ঘটনা বিলোনিয়া রেল স্টেশন থেকে দুই কিলোমিটার দূরে শিবপুর নতুন টানেলের মধ্যে। ঘটনার সাথে সাথে রেল স্টেশনের কতৃপক্ষ থেকে খবর দেয় বিলোনীয়া থানাতে। বিলোনীয়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ এর আন্দোলন নিয়ে ডান-বামের প্রতিক্রিয়া

চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের সাথে কথা বলা উচিত ছিল সরকারের ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের সাথে সরকারের কথা বলার উচিত ছিল। তারা যাতে সন্তুষ্ট হতে পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার ছিল। তারা গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে দাবি জানাতে পারে। কারণ সরকার তাদের ভিষণ ডকুমেন্টে আশ্বাস দিয়েছিল। তাই তারা দাবি করছে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতির জন্য সরকার দায়ী। এই পরিস্থিতি করেছে পূর্বের সরকার সিপিএম এবং বর্তমান বিজেপি। বুধবারের ঘটনা নিন্দনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন পিসিসি সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস।

শ্রী বিশ্বাস, রাজ্যের বিজেপি সরকারের পতন দরকার। এই সরকার মানুষের সাথে ভাওতার পর শুধু ভাওতাবাজি করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বহুবার দেখা করে জনস্বার্থ বিষয় সহ অন্যান্য বিষয়গুলি আবগত করা হলেও কিছু হচ্ছে না। জরুরি অবস্থা থেকে খারাপ অবস্থা রাজ্যে চলছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় অফিস জবর দখল করা হচ্ছে। মানুষ এই সরকার থেকে মুক্তি চাইছে।

আর এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জেনে দিল্লি থেকে রাজ্যে আসছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। আগামী ২৯ জানুয়ারি আগরতলাতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। নেতাজি স্কুলের মাঠ থেকে মিছিল শুরু হবে। কিন্তু এতে শাসক দলের নেতৃত্বরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গ্রাম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাঁটাই শিক্ষকদের উপর রাষ্ট্রীয় শক্তি বর্বরোচিত আক্রমণ করেছে ঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ১০৩২৩ নিয়ে মায়াকান্না করছে সিপিএম। শুধু তাই নয় দরদ যেন এখন উৎলে উঠছে এমনটাই নজরে আসল বুধবর সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের সাংবাদিক সম্মেলনে। তিনি অভিযোগ করেন, ছাঁটাই শিক্ষকদের উপর রাষ্ট্রীয় শক্তি বর্বরোচিত আক্রমণ করেছে। এদিন যা করা হয়েছে তা এককথায় অমানবিক, অগণতান্ত্রিক। তাদের দাবি পূরণ করা হয়নি। নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো। এবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুক সরকার, দাবি গৌতম দাশের।

তিনি পুরো ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, এদিন মহিলাদের উপর পুরুষ পুলিশ টিএসআর লাঠি চার্জ করেছে। অমানবিক আচরণ করেছে। মহিলাদের তলপেটে লাথি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন গৌতম দাশ। তিনি বলেন, ঠান্ডার দিনে এইভাবে জলকামান ছোঁড়া হয়েছে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। ফ্যাসিস্ট সুলভ আচরণ সংগঠিত হলো চাকরিচ্যুতদের উপর।

গৌতম দাশ অভিযোগ করেন, বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস আইজিএম হাসপাতালে গিয়ে অনৈতিক ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন। যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে আইজিএম হাসপাতালে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংখ্যালঘু নেতা গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পুলিশের ডিজিকে স্মারকলিপি বীরজিৎ গোষ্ঠীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বিশালগড়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। আর এই আক্রমণের সাথে জড়িত বলে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে গেলো প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক তথা দলের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান। যিনি বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিশালগড়ে দলের বিজিত প্রার্থী। পেশায় আইনজীবী জয়দুল হোসেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আক্রান্ত হয়ে তিনি গ্রেপ্তার হলেও এনিয়ে দলের সভাপতি বা দলের তরফ থেকে কোন বক্তব্য এখনো না জানানো হলেও বীরজিৎ সিনহা দাবি করলেন জয়দুল হোসেন নিরপরাধী। তাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। পুলিশ দলদাস হয়ে গেছে। শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেও আকারে ইঙ্গিতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্য হাতি থেকে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জানুয়ারি।। গবাধি পশু চড়াতে গিয়ে বন্য হাতির দলের তাড়া খেয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন কৃষ্ণপুর পুরাণ বাজার সংলগ্ন এলাকা বাসীন্দা সুভাষ নমঃ দাস নিজের গবাদি পশু চড়াতে যায়। গবাদি পশু সুভাষ নমঃ দাসের পুরান বাড়িতে চড়ানোর সময় বাড়ির পাশে গভীর জঙ্গলে দুইটি বন্য হাতি প্রত্যক্ষ করে পালিয়ে যাওয়ার সময় উঁচু টিলা জায়গা থেকে লাফ দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে সুভাষ নমঃ দাসের বাঁ পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। ঘটনাস্থলে পাশ কাজ করা অন্যান্যরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খবর দেয় সুভাষ নমঃ দাসের বাড়িতে। তার স্ত্রী ঘটনাস্থলে ছুটে এসে সুভাষকে নিয়ে যায় তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে তিনি তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে, উত্তর কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উস্কানিমূলক ভাষণ দিচ্ছিলেন আন্দোলনরত চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা তাই ১৪৪ ধারা জারি, বাড়ানো হল আরো ৪৮ ঘন্টা ঃ জেলা শাসক

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.)।। উস্কানিমূলক ভাষণ দিচ্ছিলেন আন্দোলনরত চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা। আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে ১৪৪ ধারা জারি করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তবে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে আরো ৪৮ ঘন্টা বাড়ানো হচ্ছে ১৪৪ ধারা। বুধবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা পুলিশের উদ্বৃতি দিয়ে এ-কথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব। তিনি জানান, আজ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলন থামাতে গিয়ে ৮৭ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭০ জন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক এবং ১৭ জন পুলিশ কর্মী রয়েছেন। ওই ১৭ জন পুলিশ কর্মী-র মধ্যে ৬ জন মহিলা পুলিশ কর্মী রয়েছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক এদিন সাফ জানিয়েছেন, গোয়েন্দা রিপোর্টে আগামীকালও আন্দোলনরত চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের উৎশৃঙ্খল আচরণের সম্ভাবনা প্রবল। ফলে, জন নিরাপত্তায় কঠোর পদক্ষেপ নিতেই হবে।

এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক বলেন, আজ ভোরে প্রথমে মাইকিং করে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল পুর নিগম এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হচ্ছে। কিন্তু, সিটি সেন্টারের সামনে গণঅবস্থান মঞ্চে আন্দোলনরত চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা উঠে যাননি। তাই, পুলিশ তাদের আটক করেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা পুলিশের লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে পুর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। তাতে, সাফ বলা হয়েছে, আন্দোলনকারী-রা ক্রমশ উগ্র আন্দোলন শুরু করার পরিকল্পনা নিচ্ছেন।

গোয়েন্দা রিপোর্ট সম্পর্কে এআইজি আইন-শৃঙ্খলা সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, যৌথ মঞ্চের নেতৃবৃন্দ গত কয়েকদিন ধরেই উগ্র ভাষণ দিচ্ছিলেন। ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মশাল মিছিলে তারা সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন। তাঁরা ওই মিছিল থেকে উগ্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাতে, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। সেই ভাষণের উপর ভিত্তি করেই জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি।

তাঁর কথায়, গত কয়েকদিন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের নেতা বিজোড় কৃষ্ণ সাহা উস্কানিমূলক ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাই, এদিন তাকে গ্রেফতার করা হবে। শুধু তাই নয়, আজ দিনভর আন্দোলনের নামে হিংস্রতার জন্য চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ২০০ ■ ২৮ জানুয়ারি ২০২১ ইং ■ ১৪ মাঘ ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বঙ্গের রাজনীতিতে হিংসা ও দলতন্ত্র

ভোট আসিতেছে। বঙ্গ-রাজনীতির ভাষ্যটিও ক্রমেই হিংস্রতর হইয়া উঠিতেছে। দুর্জনে বলিবে, যে খেলার যে নিয়ম—বঙ্গদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, আর তাহাতে সন্ত্রাস হইবে না, তাহাও কি হয়? বস্তুত, বিজেপির সৌজন্যে এবার ভিন রাজ্যের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শ্লোগানও নিয়মিত ধ্বনিত হইতেছে বঙ্গের রাজপথে—'....গদ্দারোঁ কো' 'গোলি মারো'। বিজেপির মিছিলে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা ইটবৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, বিজেপিও পাটকেল ফিরাইয়া দিয়াছে। সহিংস কর্মী-দলকে বাহবা দিয়াছেন নেতাগণ, প্রতিপক্ষকে হুমকি, অভিনেত্রীকে ধর্ষণের শাসানি। ঘটনা হইল, একালে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন মাত্রেই রক্তাক্ত হইয়াছে। সন্ত্রস্ত রাজ্যবাসী ভাবিতেছেন, তবে কি ইহাই ভবিতব্য? কখনও কি হিংসা ব্যতিরেকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কল্পনা করা যাইবে না? যে উত্তরপ্রদেশ বা বিহার একদা নির্বাচনী সন্ত্রাসের জন্য কুখ্যাত ছিল, সেখানেও তুলনায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হইতেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ক্রমেই হিংস্রতর, ভয়াবহতর হইয়া উঠিতেছে। কেন? সন্ত্রাসের অভিযোগ শোনা যায় প্রধানত শাসকের বিরুদ্ধেই—একদা বামফ্রন্ট, অধুনা তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনী সন্ত্রাসের প্রশ্নে অবশ্যই শাসক দলের দিকে অঙ্গুলি উঠিবে, কিন্তু তাহা সন্ত্রাস দমনে প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে—একচেটিয়া সন্ত্রাস সৃষ্টি করিবার কারণে নহে। পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যান বলিবে, সন্ত্রাস ঘটাইতে বিরোধীরাও পিছপা নহে। যেখানে তাহারা শক্তিশালী, সেখানে বহু ক্ষেত্রেই বিরোধী দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা আক্রমণকারীরা ভূমিকায় অবতীর্ণ। অর্থাৎ, রাজ্যে সন্ত্রাসের ঘটনায় একটি গণতান্ত্রিক বণ্টন ঘটিয়াছে। সোনার পাথরবাটি'র ন্যায় শোনাইলেও কথাটি সত্য—এই রাজ্যে সন্ত্রাসে কোনও দলের একচেটিয়া দখল নাই। কেন, সেই কারণটি সন্ধান করিয়া কিছু অনুমান সম্ভব। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সমাজবিজ্ঞানীরা লিখিয়াছিলেন, পার্টি বিনা গ্রামজাবীন কল্পনাও করা যায় না। এই রাজ্যের সমাজ রাজনীতির অক্ষে বিভক্ত, ফলে, পরিচিতির মূল উপাদানও রাজনৈতিক আনুগত্য। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সাফল্য নিচু স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাইয়াছে—সব দলের হাতেই ক্ষমতা, অর্থ এবং সেই সূত্রে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট। সোনায় সোহাগা হইয়াছে সীমান্ত বরাবর বহু যত্নে লালিত একাধিক দুর্নীতিচক্র। সেই সূত্রে গ্রামীণ রাজনীতিতে কাঁচা টাকার খেলা চির-চলমান। প্রশ্ন উঠিবে, রাজ্যে যে সন্ত্রাস চলে, এই কাঁচা টাকাই কি একাধারে তাহার চালিকাশক্তি ও লক্ষ্য নহে—টাকা আছে বলিয়াই লড়াইয়ের ক্ষমতা আছে, এবং টাকার দখল ধরিয়া রাখিতেই এই লড়াই অবশ্যম্ভাবী? পশ্চিমবঙ্গে সমাজ যেহেতু রাজনীতির দ্বারাই বিভক্ত ও চিহ্নিত, সেই কারণেই কি এই টাকার লড়াইও শেষ অবধি রাজনৈতিক সংঘাতে পরিণত হয়? প্রশ্ন আছে, থাকিবেও। কিন্তু, তাহাতে প্রশাসনের দায় লাঘব হয় না। তাহাদের কর্তব্য, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিবেধের খাটিকে অনপনেয় করিয়া তোলা। হিংসার ঘটনা ঘটিলে রাজনৈতিক রং বিচার না করিয়াই ব্যবস্থা গ্রহণ করা। হিংসা ও দলতন্ত্র, উভয়েই রাজ্যের অস্থিমজ্জায় প্রোথিত, ফলে কাজটি সহজ নহে। কিন্তু, সেই কাজটি করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সুলভ হইবে না। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলি বাঘের পিঠে সওয়ার—দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যদি না-ও চাহে, তবুও কাঁচা টাকার স্রোত, ও তজ্জনিত হিংসা হইতে দলের নিচু স্তরের কর্মী-সমর্থকদের বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। রাজ্যের অর্থনীতিতে এখন রাজনীতিই সর্বাধিক কর্মসংস্থান করিয়া থাকে। সেই জায়গায় ঘা দিবে, নেতৃত্বের তেমন জোর কোথায়?

ফের বিশ্বভারতীর প্রাচীর নির্মাণে বাধা স্থানীয়দের

বোলপুর, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : ফের বিশ্বভারতীর প্রাচীর নির্মাণে বাধা দিল স্থানীয় বাসিন্দারা ও বোলপুর পুরসভা। বোলপুর দমকল বিভাগের সামনে একটা জায়গার বিশ্বভারতীর পাঁচিল নির্মাণের কাজ চলছিল। তৃণমূল পরিচালিত বোলপুর পুর বোর্ডের সাফ কথা, রাস্তা থেকে চার ফুট ছেড়ে পাঁচিল তুলতে বলা হলেও শোনে নি বিশ্বভারতী তাই কাজ বন্ধ করা হয়েছে। প্রাচীরের উচ্চতায় সমস্যা হচ্ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে যায় কাজ।

পাঁচিল বিবাদ লেগেই রয়েছে বিশ্বভারতীতে। এর আগেও গত ১৭ আগস্ট পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল দেওয়া ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে। পরে রতনপল্লী, সঙ্গীতভবনের সামনে, দূরদর্শন কেন্দ্রের সামনের পাঁচিল দেওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষজন।দুরদরশন কেন্দ্রের সামনের রাস্তা দীর্ঘ দিন ধরে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত রাস্তায় পাঁচিল দেওয়ার জন্য খোদ জেলা শাসক গিয়ে কাজ বন্ধ করে গিয়েছিল।

এবার বোলপুর টুরিসট লজ মোড় লাগোয়া দমকল বিভাগের সামনের একটা জায়গায় প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলছিল। ওই প্রাচীরের গায়ে পূর্ত দপ্তরের জায়গায় ফুটপাতে বহু দোকান রয়েছে। ঐ অংশ দীর্ঘ দিন ধরে জবরদখল হয়ে ছিল। সেই জায়গা উদ্ধার করে বিশ্বভারতী পাঁচিল দেওয়ার কাজ শুরু করে।জানা গেছে প্রায় ৪ ফুট প্রাচীরের উপর ৫ ফুটের ফেন্সিং করার কাজ চলছিল। প্রাচীরের উচ্চতার জন্য দোকান গুলির ছাউনিতে সমস্যা হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে এদিন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এসে পাঁচিল তৈরির কাজে বাধা দেয়।এমনকি ঠিকাদার পাঁচিল তৈরির জন্য যে অস্থায়ী কাঠামো করে ছিল তাও ভেঙে দেওয়া হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের পাশাপাশি এদিন বোলপুর পুর সভার পক্ষ থেকে ও দাবি করা হয় ঐ পাঁচিল তৈরি করা যাবে না। কারন ঐ তে মাথা মোড়ে রাস্তা চওড়া করতে চায় বোলপুর পুর সভা।তাই চার ফুট জায়গা ছেড়ে রাস্তা তৈরি জন্য বিশ্বভারতী কে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। ঠিকাদারকে পাঁচিল উচ্চতা না বাড়ানোর হুঁশিয়ারি দেয় ব্যবসায়ীরা বলে অভিযোগ। এরপরেই বন্ধ হয়ে যায় নির্মাণ কাজ। এই বিষয়ে বোলপুর পুরসভার পুর প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য সুকান্ত হাজরা বলেন, 'আমরা বিশ্বভারতীকে আগেই জানিয়ে ছিলাম ওই জায়গায় চার ফুট ছেড়ে পাঁচিল তৈরি করতে। কিন্তু তা না শুনে কাজ হচ্ছিল বলে আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি।'

ঠিকাদার সুদীপ দত্ত বলেন, 'আমি বিশ্বভারতীর লিখিত নির্দেশ পেয়ে পাঁচিল তৈরির কাজ কলছিলাম। কিছু মানুষ এসে কাজ বন্ধ করে দেয়।আমার কিছু নির্মাণ সামগ্রী ভেঙে ও দেয়। আমি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কে বিষয়টি জানিয়েছি। যা করার কর্তৃপক্ষ করবে।'যদিও বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার এই নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি।

প্রসঙ্গত এর আগেও পাঁচিল তোলাকে কেন্দ্র করে চরম অরাজকতা স্বাক্ষী থেকে বিশ্বভারতী। প্রকাশ্য দিবা লোকে আস্ত জেসিবি মেশিন নিয়ে এসে বহিরাগত হামলাকারীদের দ্বারা ভাঙচুর করা হয় রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি। অভিযোগ উঠেছিল বোলপুর ও তাঁর আশেপাশের হাজার হাজার উন্মত্ত জনতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে জেসিবি মেশিন এনে ভেঙে দিলেন বিশ্বভারতীর গেট।অস্থায়ী ক্যাম্প অফিস ভেঙে চূড়মার করে লুট করা হল নির্মাণ সামগ্রী।সেই সময় বিশ্বভারতী অভিযোগ করে ছিল , পাঁচিল বিরোধী মিছিলের নেতৃত্বে ছিল তৃণমূল বিধায়ক বোলপুরের বাসিন্দা নরেশ চন্দ্র বাউড়ি, বোলপুর পুরসভার অন্যতম প্রশাসক সুকান্ত হাজরা, বোলপুর পুরসভার ৮নং ওয়ার্ডের বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলর অমর শেখ মত বহু শাসকদের লোকজন। এর সঙ্গে মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃত্ব।

জীবনের একটা অংশকে হারালাম

বোরিয়া মজুমদার

> গত ১৫ বছরে আমাদের অক্সেফোর্ডে দেখা হয়েছে, বা দেখা হয়েছে ডেভিড ভারতে এলে। 'মর্টনস'-এ একটা কফি আর একটা স্যান্ডউইচ খাওয়া আমাদের নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা একসঙ্গে লর্ডসে কিছু খেলাও দেখেছি। ডেভিড, যে অনেক বেশি রেডিও-কমেন্ট্রির মানুষ, দেখতে উৎসুক ছিল কীভাবে টেলিভিশনে কাজ হয়।

১৮ জানুয়ারি ২০০১। পরপর তিন টে ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর শেষমেশ আমি সাহস সঞ্চয় করলাম অক্সেফোর্ডে ফেরার জন্য কেননা, ডিফিল টা শুরু না করলেই নয়। হ্যাঁ, আগের তিন তিনিটি বারেই আমি এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি, প্লেনে উঠতেই পারিনি। সে সময় আমি হতাশায় ডুবে। বীত। কিছুদিন আগে ২০০০ সালের ১ অক্টোবর বাবাকে হারাই। অক্সেফোর্ড পৌঁছানোর ১২ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ভারতে ফিরে আসতে হয়েছিল, তাই নতুন করে অক্সফোর্ডে ফেরার জন্য সাহস জোগাড় করা বেশ কঠিন যাচ্ছিল।

ভারতে থাকার সময় এই তিনমাসে, আমি আমার তত্ত্বধায়ক এবং পরামর্শদাতা ড. ডেবিড ওয়াশরুকের সঙ্গে ইমেল মারফত টাচে ছিলাম। আমি তাঁর কাজ সম্পর্কে অবগত, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের বড্ড ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কখনও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎটা হয়ে ওঠেনি। ডেভিডের একটা অন্যরকম আভা ছিল, সুপারভাইজার হিসাবে পিএইচডি গবেষকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল সহজ, স্বাভাবিক। ডেভিড তাঁর প্রত্যেকটি মেলে আমাকে তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন, সহ্যয়তার হাত বাড়িয়েছেন। জিজ্ঞাস করেছেন, আমি কি একটা বঠর সময় নিতে চাই? জিজ্ঞেস করেছেন, বাড়ির পরিস্থিতি স্থিতিশীল কি না। আমি আবার আমার যাত্রা শুরু করতে পারব কি না এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, আমি সেই মানসকি অবস্থানে আছি কি না এসব করার জন্য। আমার সঙ্গে ডেভিডের ধীরে ধীরে সখা তৈরি হচ্ছিল, যা কিনা শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের পরিচিত ছাঁচের উর্ধ্বে। তাঁর স্নেহ ছিল বীষণ ইংরেজি কায়দায়। কখনও কখনও বেকায়দায় পড়ে গেলে অপ্রস্তুত হয়ে গেলে, ডেভিড সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন আমাকে অনুকূল পরিবেশ দিতে স্বস্তি দিতে। এই চেষ্টাটা আমাদের সমস্ত যোগাযোগেই প্রতিফলিত হত।

আমার ধারণা ডেভিড নিজেও জানতেন না, আমাকে নিয়ে তিনি কী করবেন। আমি কলকাতা বিশ্ববদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে ক্রিকেটের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম, যে কাজ আগে কখনও অক্সফোর্ডে হয়নি। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, ডেভিডের জন্য না হলেও ক্রিকেট ইতিহাস নিয়ে পিএইচডি অক্সফোর্ডের মতো রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে মোটেই তেমন সিরিয়াস বলে গণ্য হওয়ার কথা নয়। একে তো এরকম আশ্চর্য বিষয়ে গবেষণা আমার তার উপর যেদিন আমি প্রথম অক্সফোর্ড পা রাখি, সেদিনই আমি আমার বাবাকে হারাই। বুঝতে পারি, ডেভিডের জন্যও আমার বিষয়টা সামলানো কঠিন ছিল।

এবং শেষমেশ যখন ২০০১ সালের ১৮ জানুয়ারি ভীত, উদ্বিগ্ন হয়ে ডেভিডের ঘরে পৌঁছই, আমি জানতাম না কী বলব তাঁকে আর কীই-বা করব। ডেভিড সাধ্যমতো চেষ্টা করলেন আমার অস্বস্তি কাটানোর। আমরা এমনকী বেডফোঁর্ড রোডে হাঁটাহাঁটি করলাম কিছুক্ষণ। তারপর সেন্ট অ্যান্টনি কলেজের বাটারিত গেলাম কফি খেতে। আর তখনই ডেভিড আমাকে প্রশ্নটা করলেন। জানতে চাইলেন, আমি কী ভাবছি। ডেভিড সদয় ব্যক্তি, আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিলেন। ডেভিড জানতে চাইলেন আমি কি চলতি পাঠ্যক্রমেই গবেষণা শুরু করব? না কি এক বছর বিরতি দিয়ে পরের অক্টোবরে নতুন করে শুরু করব? আমার মনে পড়ছে তখনই আমি তাঁকে বলেছিলাম, ভারতে ফিরতে আমার মধ্যে কোনও বয় কাজ করছে। আমার জন্য সেই সিদ্ধান্ত কঠিন ছিল। কিন্তু ডেভিড এগিয়ে এলেন সহায্যের হাত বাড়িয়ে। বললেন, যে সিদ্ধান্তই নিই না কেন ডেভিড আমার ।পশে থাকবেন। সেখান থেকেই শুরুয়াত। কোনও অতিশয়োক্তি নেই, সত্যি ববলতে প্রয়োজনও ছিল না। কয়েকটা মাত্র বাক্যেই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন। আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস অনুভব করলাম। আবার প্রস্তুত হলাম, দীর্ঘ বিরতির পর ঢিপিল শুরু করতে।

কিন্তু জীবনে আমার কোনও কিছুই সহজভাবে হয়নি। এখানেও হল না। ডিফিল শুরু করার দু'মাসের মধ্যে এখ তিক্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লাম আমি আর রামচন্দ্র গুহ। এবং সমস্যাটা আরও বাড়িয়ে দিতে, তাঁর এক বন্ধু, কলকাতার এক সিনিয়র অ্যাকাডেমিক, অকারণে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলেন এবং বন্ধুর পক্ষে দাঁড়িয়ে হাঙ্গামা শুরু করলেন। যা কিনা প্রকৃত অর্থেই বুলিই। আবারও ডেভিড এবং এবং রোডস ট্রাস্ট আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন মাটি আঁকড়ে। যতদূর মনে পড়ে, ট্রাস্ট একটা বিধিসম্মত চিঠিও পাঠিয়েছিলেন উক্ত ব্যক্তিটির কাছে। এই সংকটও কেটে গেল, যার অধিকাংশ খুঁটিনাটিই আমার অ-জানা রইল। আর ডেভিডের সঙ্গে আমার সম্পর্কের উষ্ণতায় আরও কয়েকটা পরত যোগ হল। আর ও কয়েক বছর পর আমার ডিফিল শেষ হল। যার ভাইতা ছিল স্বপ্নের মতো। সময় এল, আমাদের আলোড়নপূর্ণ তিন বছরের উদ্‌যাপনের।

আবার ও সেই পুরনো প্রেক্ষাপট। সেন্ট অ্যান্টনি কলেজের বাটারি। আমরা কফি খাচ্ছি, ডেভিড জানালেন, চিন সরকার চার মিলিয়ন পাতার ঐতিহাসিক তথ্যাদি ডিজিটাইজ করে অনলাইনে রেখেছে। সঙ্গে বলল, চিনের ইতিহাস নিয়ে যেসব গবেষক এবং শিক্ষাবিদের চার্চ, তাঁদের খুব উপকার হবে এই তথ্য পেলে। আর তখনই আমি ডেভিডকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা এমন কিছু একটা ভারতেও করতে পারি কি না। ডেভিড খুব হাসলেন। তারপর বললেন, ডিফিলটা যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ কেটেছে আমার আমাকে এবার একটু থিথু হতে হবে। যেই আমি সেখান থেকে বেরতে যাচ্ছি, ডেভিড বললেন, যদি সত্যিই এমন আর্কানড দক্ষিণ-এশীয় বিদ্যাচর্চার অঙ্গনে তৈরি হয় তাহলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এতে ভবিষ্যতে উপকৃত হবে।

আজ যাকে আমরা সাউথ এশিয়া অর্কাইভ' বলি, তার বীজ পোঁতা হয়েছিল সেদিন। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সহকার্মীরা এগিয়ে এলেন কয়েক মাসের মধ্যে। শীমিষ্ঠা গুপ্ত কিছুদিনের মধ্যে এই প্রকল্পের প্রধান গবেষক এবং সম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন। প্রজিত মুখোপাধ্যায়, নলিন মেহতা এবং মঞ্জিতা মুখোপাধ্যায় সাহস্য করতে এগিয়ে এলেন। আর, আমরা আজ এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে পাঁচ মিলিয়ন পাতার আর্কাইভ তৈরি হতে আর খুব বেশি দেরি নেই। ডেভিড গোটা সময়টা জুড়ে আমাদের উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। যদি বলি সেদিনের পর থেকে কয়েক বছর ঘটনাবহুল কেটেছে, তাহলেও কম বলা হবে। অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হল, ফান্ডি গেল বন্ধ হয়ে। আমরা ততদিনে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছিল, আর পিছনে ফেরার উপায় নেই। তখনও এমনকী তখনও ডেভিডের উপস্থিতি উজ্জ্বল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা একটা জার্নাল প্রকাশ করব এই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ডেভিডকে অনুরোধ করা হল সেই জার্নালের সম্পাদক হতে। সাউত এশিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালাচার প্রকাশিত হল এই সংকটের চেট পেরিয়ে যাওয়ার জন্য। নিঃসন্দেহে সেই জার্নাল এই জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্নাল। অবশেষে ডেভিড গ্রিন, অক্সফোর্ড যিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, তাঁর তত্ত্বাবধানে টেলর এবং ফ্রান্সিস ঝুঁকি নিয়েই এগিয়ে এল এই প্রকল্পকে সাহায্য করতে। আবার এই আর্কাইড দ্রুতি পেল। যখন এই প্রকল্পটা শেষমেশ সমাপ্ত হল, তখন ডেভিড ওয়াশব্রুক এবং রোজালিন্ড অ্যান্ড হ্যানলন ২০১৩ সালে লন্ডনের নেহরু সেন্টার-এ প্রকাশ করলেন এই আর্কাইভ সেটাই কাম্য ছিল। গত ১৫ বছরের আমাদের অক্সফোর্ডে দেখা হয়েছে, বা দেখা হয়েছে ডেভিড ভারতে এলে। মর্টালস-এ একটা কফি আর একটা স্যান্ডউইচ খাওয়া আমাদের নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা একসঙ্গে লর্ডসে কিছু খেলাও দেখেছি। ডেভিড যে অনেক বেশি রেডিও কমেন্ট্রির মানুষ, দেখতে উৎসুক ছিল কীভাবে টেলিভিশনে কাজ হয়। একবার ভারতের খেলা দেখতে দেখতে ডেভিড আমাকে বলেছিল, একবার আমাদের খেলা ও গণ সংস্কৃতিক একসঙ্গে নিয়ে কাজ করা উচিত। এখানে বলে রাখা উচিত, ডেভিড লিখেঠিলেন ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস সংক্রান্ত বইয়ের অবতরণিকা। যে-বইটি লিখতে পেরে কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, দু'ঝনেই গর্ব বোধ করি।

এমন নয় যে, ডেভিড ও আমি প্রতিনিদি কথা বলতাম। বরং মাসের পর মাস আমাদের কথাই হয়নি। কিন্তু ২০০১ থেকে ২০২১ এর এই দীর্ঘ সময়কালে আমরা বুঝেছিলাম যে, আমার আজীবন একে অপরের পাশে রয়েছি। তিনি আমার পরমর্শদাতা ছিলেন, ছিলেন আমার প্রাণের বন্ধু। সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার হল, আইশা, আমার কন্যার যখন ১ বছর বয়স তখন তার প্র্যাম ঠেলেছিল ডেভিড, যাতে এক বৃষ্টিভেজা সকালে অক্সফোর্ডে আমি একটু অবসর পাই।

যেমনটা বলেছিলাম, তিনি একজন পরামর্শদাতা বা তত্ত্বধায়কের থেকে অনেকটা বেশি ছিলেন আমার কাছে। তিনি যেভাবে আমার জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলন, জীবনের অংশ হয়ে উঠেছিলেন---তা অবিস্মরণীয়। আমাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। আমার ভাবতে ভাল লাগে, সাউথ এশিয়া আর্কাইভ বাস্তবায়িত হওয়ার পর তাঁর মুখে যে হাসিটা ফুটে উঠেছিল সেটার কথা। তাঁর প্রতি শোকজ্ঞাপন আমি এই বলে শেষ করতে চাই যে, পৃথিবী যখন এক ইতিহাসবিদ ও গবেষককে হারাল, আমি তখন আমার জীবনের একটা অংশই হারিয়ে ফেললাম। ডেভিড, যেখানেই থাকুন, আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ—যথন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন পাশে থাকার জন্য।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

শিশুদের নাসাল ভ্যাকসিন দেওয়া সুবিধেজনক

রণদীপ গুলেরিয়া

দেশে কোভিড রোধ টিকাকরণ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু শিশুদের শরীরে ওই ভ্যাকসিনগুলো প্রয়োগ করা যাবে কিনা তা নিয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। শিশুদের শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বেশি হওয়ায় তাদের শরীরে কোভিড ভাইরাস তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না ঠিকই তবে এটাও ঠিক যে তারা সংক্রামিত হলে তা ছড়িয়ে পড়বে।

এইমসের ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া জানিয়েছেন, দেশের টিকাকরণ প্রক্রিয়ায় যে ভ্যাকসিনগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোর কোনওটাই শিশুদের টিকা দেওয়ার জন্য অনুমোদিত নয়। কেননা, ওই ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো তাদের ভ্যাকসিন শিশুদের ওফর ট্রায়াল চালায়নি। কিন্তু বাচ্চাদের শরীরে ভ্যাকসিনের ট্রায়াল চালানো অত্যন্ত জরুরি একটা অধ্যায়। ট্রায়াল চালানো হবে। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস শিশুদের শরীরে খুবই হালকা প্রভাব ফেললেও মনে রাখতে হবে শিশুরা সংক্রামিত হতে পারে। শিশুদের মাধ্যমে সংক্রমণও ছড়াতে পারে। শিশুরা যখন প্রতিদিন স্কুল যাওয়া শুরু করবে তখন কোভিজ সংক্রমণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও সমস্যা তৈরি করবে না। কিন্তু ওদের দ্বারা বাড়িতে পৌঁছলে, তা শিশুদের বাড়িতে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। পাশাপাশি, তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, শিশুদের জন্য ভ্যাকসিন নিয়ে আসা হবে। তবে এই মুহূর্তে ভারত বায়োটেক নাসাল ভ্যাকসিন যেহেতু স্প্রে করে দিতে হবে, সেহেতু শিশুদের শরীরে দেওয়া সুবিধেজনক। ইনজেকশন দিতে হবে না।

তাঁর কথায়, আধ ঘণ্টার মধ্য পুরো একটা ক্লাসের পড়ুয়াদের টিকাকরণ করা সম্ভব হবে---যদি নাসাল ভ্যাকসিন ট্রায়ালে প্রমাণ করতে পারে যে টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহজ হবে। স্কুল পড়ুয়াদের টিকাকরণ করার ক্ষেত্রে নাসাল ভ্যাকসিন দেওয়া সহজ হবে। স্কুল পড়ুয়াদের শরীরে কোভিড ১৯ জাঁকিয়ে বসতে না পারলেও তাঁর সংক্রামিত হতে পারে।' তিনি বলেন, কোভিড সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা মানুষদেরও টিকাকরণ প্রয়োজন—কেননা আপনি জানেন না, কোভিড সংক্রমণ পরবর্তীতে আপনার রোগ প্রতিরোধেক ক্ষমতা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। অ্যান্টি বডি তৈরি হয়েছে কিনা—সেটা কেউ জানে না। ফলে কোভিড সংক্রমণ থেকে সেরে ওঠার পরও ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত।

কল্পনা ও বাস্তবের সুন্দর কোলাজ

অভিমন্যু সেন

উপন্যাসটি মাওবাদী অভ্যুত্থান, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী, কয়লা চোরাচালান, পাঞ্জাবের খালিস্তানি আন্দোলন ও শ্রীলঙ্কায় এলটিটিই'দের রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে প্রেম, বন্ধুত্ব ও মানবিক সম্পর্কের মূল্যায়ন। তিনটি প্রধান চরিত্র— প্লাবন সেন, অমৃতা কউর ও অটম গোমস, অজান্তে কয়লা চোরাচালানে নিষিদ্ধ জগতে পা রাখে। প্লাবনের বাবা নীমপুরা রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টর এই চোরচালানকারীদের হাতে খুন হলে প্লাবন প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নেয়। অমৃতার রক্ষণশীল মা প্লাবনের থেকে মেয়েকে দূরে সরাতে মেয়েকে জোর করে খড়কপুর থেকে পাঞ্জাবে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি বা অমৃতা কেউই জানতে না যে এক অপরিকল্পিত শারীরিক মিলনের ফলে অমৃতা গর্ভবতী হয়েছে। অটম তার শিক্ষক জয়দীপ স্যারের সাথে একটি অতি গোপন মিটিংয়ে যায়। এখানে ক্ষমতাশীল দলের রাজনৈতিক পেশাধারীদের গুলিতে জয়দীপ স্যার শহিদ হলে অটম পিপলস্ ওয়ার রেজিম-এর সদস্য হয়।

তার বাবার খুনীর আক্রমণের প্লাবন ভয়ানক আহত অবস্থায় সল্টলেকে আসে। এখান থেকে সে গ্র্যাজুয়েট হয়। সে ভাবে অমৃতা তার মা-বাবার পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করে সুখে আছে। পরিবারের চাপের থেকে বাঁচতে অমৃতার হাতে তার নেজের ভাইন খুন হয়ে যায়। প্রথমে সংশোধনাগারে, তারপর জেলে থাকাকালীন, অমৃতা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। জেলের আর এক কয়দি মালতী সহায়, যিনি খালিস্থানী আন্দোলনের রাজনৈতিক বন্দি। তার থেকে অমৃতা এই আন্দোলনের 'রতি আকৃষ্ট হয়। অটমের তামিল ভাষায় দক্ষতা ও দুঃসাহসিকতার জন্য তার তাকে শ্রীলঙ্কায় এলটিটিই এবং পিভিআর-এর মধ্যে একটি গোপনীয় অস্ত্র চুক্তিকে ফলপ্রসু করতে। সুইসাইড ক্যাপসুলের প্রবক্তা রাড ভেলাল্লা তাকে বলে কীভাবে শ্রীলঙ্কা 'পাল' অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওসান' থেকে 'টিয়ার ড্রপ অফ বুদ্ধা'তে পরিণত হল।

অমৃতার মা নিম্ম কউর অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে যান স্বর্ণাক্ষরে লেখা ৫ জুন, ১৯৮৪, যা একদিকে গুরু অর্জুনের মৃত্যুবার্ষিকী অন্যধারে 'অপরাশেন ব্লস্টার'— এর দিন। তিনি এই দিনে স্বীকার করতে যান যে তার ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তিনি তার মেয়ে অমৃতার সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে এক ধনী পঞ্জিরবারে বিক্রি করে দেন। স্বীকারের আগেই একটি বুলেটে নিম্মা কউরকে আঘাত করে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে এই সত্যটা তার মেয়ের কাছে তিনি পাঠাতে পারেন। অমৃতা সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে জেল ভেঙে পালিয়ে তার ছেলেকে নিয়ে প্লাবনের কাছে যাবে। ইতিমধ্যে প্লাবন আইপিএস অফিসার হয়ে আজিমগঞ্জ পোর্ট পুলিশ স্টেশনে আসে। ভাগ্য এখানেই তাকে তার বাবার হত্যাকারীর সামনে নিয়ে আসে। অটম এক এক জন এলটিটিই লিঙ্ক অফিসারদের মাধ্যমে জাফনার গভীরে প্রবেশ করে সংগঠনের জনজাগনের ভূমিকার বিষয়ে জানে। কনেশ্বরন, গুনশেখরাদের মাধ্যমে অটম এসে পৌঁছয় কিটুর (সদাশিব কৃষ্ণকুমারের) কাছে, যার থেকে প্রভাকরণ মাত্র একধাপ উঁচুতে। কিট্টু অটমকে জানায় যে প্রচুর অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এমভি ওয়াহাতা কেপটাউন থেকে তিনদিন আগে রওনা হয়েছে। অটম কি অস্ত্র চুক্তি সফল করবে? অমৃতা কি জেল থেকে পালাতে পারবে? প্লাবন কি তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারবে? একজন আতঙ্ক বাদী এবং একজন পুলিশ কি আবার বন্ধু হতে পারবে? উপন্যাসের শেষ খণ্ডে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। তথ্যের প্রাচুর্য উপন্যাসটির রোমান্সের কণ্ঠ রোধ করে না। এশিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির জগতের উপস্থাপনের কাজটি সঠিকভাবে করা হয়েছে। ভাষার নির্মেদ দ্রুতলয় এবং অধ্যায়ের সঠিক বুনন উপন্যাসকে দেয় এক অদ্ভুত গতিময়তা। গল্পটা সিনেমার আদলে বল বলে সবই যেন চোখের সামনে ঘটা। কল্পনা ও বাস্তবের সুন্দর লোকজা।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার বার্ষিক পুষ্প প্রদর্শিনর মঞ্চে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে ট্রেনের সামনে 'মরণঝাঁপ' মায়ের, গ্রেফতার স্বামী

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : নাবালিকা মেয়ে ও তার মায়ের ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় বেলঘড়িয়ায় শোকের ছায়া নেমেছে। পুলিশের বক্তব্য, ওই মহিলা মেয়েকে নিয়ে ট্রেনের সামনে মরণঝাঁপ দিয়েছে বলে অভিযোগ। গ্রেফতার করা হয়েছে মৃতা মহিলার স্বামীকে। ধৃতের নাম বিশ্বনাথ বিশ্বাস। বিশ্বনাথের মা ও দুই বোনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

শ্বশুরবাড়ির লোকজনের লাগাতার অত্যাচার। ব্যতিক্রম নন স্বামীও। আর সেই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে সাত বছরের মেয়েকে নিয়ে শেষপর্যন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন এক মহিলা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন ঘটা এই মর্মান্তিক ঘটনায় স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে মহিলার স্বামী, পেশায় ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল দমদম রেল পুলিশ। বেলঘরিয়া থেকে নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাধারণতন্ত্র দিবসে বেলঘরিয়া-আগরপাড়া স্টেশনের মাঝে কাঞ্চনা বিশ্বাস (৪০) ও তাঁর সাত বছরের মেয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান। রানাঘাট লোকালের সামনে মেয়েকে নিয়ে কাঞ্চনা ঝাঁপ দেন বলে জানান ট্রেন চালক। চালকের দেওয়া বয়ানের ভিত্তিতে রেল পুলিশ আত্মহত্যার মামলা দায়ের করে। তাঁর কাছে পাওয়া সুইসাইড নোটে আত্মহত্যা প্ররোচনা ও অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সূত্রের খবর, বেলঘরিয়ার চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা বিশ্বনাথ বিশ্বাস পেশায় ব্যবসায়ী। কয়েক বছর আগে বাঁশবেড়িয়া মিলনপল্লির বাসিন্দা কাঞ্চনার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। দু'জনের সাত বছর বয়সি এক মেয়ে ছিল। সম্প্রতি কাঞ্চনার উপর স্বামী, শাশুড়ি, ননদদের অত্যাচার বেড়ে চলছিল। আর সেই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন ওই গৃহবধূ। বেলঘরিয়া থানায় দায়ের করা অভিযোগে এ কথাই জানান কাঞ্চনার পরিবারের লোকজন।

এরপরই বেলঘরিয়া থানা ওই ব্যক্তিকে আটক করে দমদম রেল পুলিশের হাতে তুলে দেয়। রেল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। দু'টি আলাদা মামলাকে একত্র করে পুরোটাই রেল পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বনাথের মা ও দুই বোনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। তদন্তের পর প্রয়োজনে মৃতার আটক ওই দুজনকে গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে রেল পুলিশ।

উলেন রায়ের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে পরিবার

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : বিজেপি উত্তরকন্যা অভিযানের সময় পুলিশের গুলিতে উলেন রায়ের মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তে সন্তুষ্ট নয় তাঁর পরিবার। তার জেরে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ সিবিআই তদন্তর দাবিতে রিট পিটশন দাখিল করেছেন তাঁর স্ত্রীর মালতি রায়। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি মৌসুমি ভট্টাচার্যর এজলাসে। বৃহস্পতিবার এই মামলায় তিনি রায় দান করবেন বলে জানিয়েছেন।

মূল ঘটনার ক'দিন বাদেই এ নিয়ে তদন্ত শুরু করে সিআইডি। কিন্তু সেই তদন্তে সন্তুষ্ট নয় উলেন রায়ের পরিবার। তাঁরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চে রিট পিটিশন দাখিল করেন। বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি মৌসুমি ভট্টাচার্যর এজলাসে সেই আবেদনের শুনানি হয়। এই ঘটনায় মালতী রায়ের আইনজীবী প্রকাশ সাহা জানান, এদিনের শুনানিতে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মহেশ জেটমালানি, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার এবং তিনি নিজে। কলকাতা থেকে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল অংশ নিয়েছিলেন এবং সুদীপ্ত দাস অ্যাসিস্ট্যান্ট সলিসেটার জেনারেল সিবিআই এর পক্ষে অংশ নেন। প্রায় দু ঘন্টা ধরে বিচারপতি মৌসুমি ভট্টাচার্য এজলাসে শুনানি চলে। বিচারপতি আগামীকাল তাঁর রায় দান করবেন বলে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য গত ৭ ডিসেম্বর বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে উত্তরকন্যা অভিযান করা হয়। অভিযানের শুরু থেকেই বিজেপির কর্মীসমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। সেই সময় ঘেরাও অভিযানে সামিল হয়েছিলেন জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের গজলডোবা এলাকায় বাসিন্দা উলেন রায়। অভিযোগ, অভিযান চলাকালীন পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর তাঁর দেহ নিয়ে চলে দীর্ঘ আইনি লড়াই।

আর্থিক তছরূপ মামলায় কে ডি সিংহের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজত

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : আর্থিক তছরূপ মামলায় অ্যালকেমিস্ট গোষ্ঠীর কর্ণধার তথা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কে ডি সিংহের জেল হেফাজত হল। ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার দিল্লির একটি আদালত এই নির্দেশ দেয়। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র দাবি, অ্যালকেমিস্টের নামে কোটি কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। সেই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি-র সদর দফতরে ডাকা হয় কে ডি সিংহকে। ইডি-র দাবি, তদন্তে সহযোগিতা না করায়, শেষপর্যন্ত তাঁকে হেফাজতে নেয় ইডি। ১৪ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।সূত্রের খবর, ২০১৫ সালের আগে পর্যন্ত অ্যালকেমিস্ট গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থা আমজনতার কাছ থেকে ১,৯১৬ কোটি টাকা তোলে। শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক 'সেবি'-র অনুমতি ছাড়াই চালু করেছিল আমানত সংগ্রহ। সেবি তৎপর হওয়ার পরে অ্যালকেমিস্টের দাবি, তারা লগ্নিকারীদের ১,০৭৭ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে। বাকি টাকা ফেরাতে আরও সময় প্রয়োজন। কিন্তু সেবি অনুমতি দেয়নি। ২০১৬ সালে সেবি কে ডি-র সংস্থার বিরুদ্ধে চার্জশিট দায়ের করে।

ফেব্রুয়ারি থেকে ৫০ শতাংশের বেশি দর্শক আসন নিয়ে সিনেমা হল খোলার অনুমতি

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার কেন্দ্রের তরফে ঘোষণা করা হল নয়া কোভিড গাইডলাইন। এবারের নির্দেশিকায় ফেব্রুয়ারি থেকে ৫০ শতাংশের বেশি দর্শক আসন নিয়ে সিনেমা হল খোলার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও সুইমিং পুল ও প্রদর্শনী হল খোলা নিয়ে বিশেষ ঘোষণা রয়েছে কেন্দ্রের তরফে।

কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, আগেই ৫০ শতাংশ দর্শক আসন নিয়ে সিনেমা হল খোলার কথা বলা হয়েছিল। এবার তার চেয়েও বেশি দর্শক নিয়ে যাতে সিনেমা হল চালানো যায় তার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এজন্য একটি রিভাইসড এসওপি চালু করা হবে। এগুলি কন্টেইনমেন্ট জোনের বাইরে বিবেচিত হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রের তরফে দেওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে যে, এবার থেকে সমস্ত সুইমিং পুল খুলে দেওয়া হবে। ফলে গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ থাকার পর এবার সুইমিং পুলগুলি খোলার কাজ চালু হবে। যা অনলক পর্বের মধ্যে অন্যতম বড় দিক। বাণিজ্যিক কারণে প্রদর্শনী হলও খোলার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এগুলো কন্টেইনমেন্ট জোনের বাইরে বিবেচনার জন্য দ্রুত পর্যালোচনার সাপেক্ষে একটি এসওপি জারি হবে। এই নির্দেশিকায় কেন্দ্র সাফ জানিয়েছে যে, সোশ্যাল ডিসটেন্সিং নিয়ে সমস্ত স্থানীয় প্রশাসন যেন কড়া পদক্ষেপ নেয়।

সর্বসাধারণের জন্য খুলে গেল কল্যাণী এআইআইএমএস

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার থেকে সর্বসাধারণের জন্য খুলে গেল কল্যাণী এআইআইএমএস (অল ইন্ডিয়া ইনস্টিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স)। শুরুতেই ৮টি বর্হিঃবিভাগ নিয়ে রোগী পরিষেবা চালু হল।

কলকাতা থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক (বর্তমান ১২ নং জাতীয় সড়ক) থেকে মাত্র ১কিমি দূরে অবস্থিত এআইআইএমএস কল্যাণী। কেন্দ্রীয় এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান শুরু হওয়ায় খুশী রোগী ও রোগীর পরিবার। নদিয়ার কল্যাণী শহর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এআইআইএমএস তৈরি হয়েছে। আপাতত প্রতিদিন ১০০ থেকে ২০০ রোগী দেখা হবে। কর্তৃপক্ষের আশা ২০২১ সালের এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে আরও কয়েকটি বিভাগের বর্হিঃবিভাগ চালু করা যাবে। তবে ইনডোর পরিষেবা চালু করতে একটু দেরি হবে। এই বছরই শেষের দিকে চালু হতে পারে ইনডোর পরিষেবা।

সাহস থাকলে নিজের এলাকা থেকে রোড শো করুক শোভন চট্টোপাধ্যায় : রত্না চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : সাহস থাকলে নিজের এলাকা থেকে রোড শো করুক শোভন চট্টোপাধ্যায়। ওপেন চ্যালেঞ্জ করলেন শোভন পত্নী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি বেহালায় বিজেপির হয়ে শোভন-বৈশাখীর রোড শোতে নামতে চলেছেন। তার আগে শোভন ও বৈশাখীর রোড শো ঘিরে এখন টানটান উত্তেজনা। আর সেই উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে এবারে হুঁশিয়ারি দিলেন রত্না চট্টোপাধ্যায়।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে সক্রিয় হয়েছেন শোভন চটোপাধ্যায় এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির একাধিক রোড শো থেকে শুরু করে সাংবাদিক বৈঠকে দেখা যাচ্ছে এই জুটিকে। অন্যদিকে, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি বেহালায় বিজেপির হয়ে শোভন-বৈশাখীর রোড শোতে নামতে চলেছেন।রোড শোর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে সেখানে পা রাখবেন তিনি। ফলে সেখানকার মানুষ কীভাবে তাঁকে স্বাগত জানাবেন তা নিয়ে যেমন ধন্দ রয়েছে, তেমনি রত্নার চ্যালেঞ্জ শোভনকে কী সমস্যার মুখে ফেলতে পারে তা নিয়েও সন্দেহ দানা বাঁধছে। সেইসঙ্গে শোভন দীর্ঘদিন পর নিজের এলাকায় গিয়ে কী বার্তা দেন সেদিকেও নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের।

উল্লেখ্য, প্রায় তিন বছর বেহালা ছাড়া শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার আগে থেকেই বেহালায় সেভাবে আসতেন না। নিজের ওয়ার্ড বা নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে যাননি দীর্ঘদিন। ফলে এলাকার মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থেকে খানিকটা হলেও পিছিয়ে রয়েছেন তিনি।

অমিত শাহের সভাস্থল পরিদর্শনে রাজ্য বিজেপির নেতৃবৃন্দ

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার ঠাকুরনগরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাস্থল পরিদর্শনে এলেন রাজ্য বিজেপির সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য ও সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, মঞ্চ তৈরি ও হেলিপ্যাড তৈরীর কাজ খতিয়ে দেখেন ন

৩০ জানুয়ারী ঠাকুরনগরে সভা করতে আসছে অমিত শাহ আর সভার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। বুধবার দুপুরে রাজ্য বিজেপির সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য ও সাংসদ তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ঠাকুরবাড়িতে এসে স্থানীয় সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে সভাস্থল ও হেলিপ্যাড তৈরির কাজ ঘুরে দেখেন। শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করেন। এই বিষয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, অমিতবাবু এসেছেন কত লোক হবে তার ধারণা করতে। নিরাপত্তাব্যবস্থা দেখলেন। আমাদের ধারণা দু''লক্ষের বেশি লোক হবে। আলোচনায় ছিলেন বিজেপি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মনস্পতি দেব।

আনন্দ দেববর্মা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আনন্দ দেববর্মা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ২৫ জানুয়ারি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৩০ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, খাবার আগে হাত ধোয়ার গুরুত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীগণ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে পুষ্টিকর খাবারও দেওয়া হয়। রাজ্য পরিবার কল্যাণ এবং রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মধ্য প্রতাপগড় আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে নগর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মধ্য প্রতাপগড় আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঋষিপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ২৫ জানুয়ারি নগর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্বাস্থ্যকর্মীগণ নিয়মিত টিকাকরণ, শিশু ও গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও পরিচর্যা, কোভিড-১৯ প্রতিরোধ, মধুমেহ রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার, পালস পোলিও, হাত ধোয়ার অভ্যাস ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সঠিক উত্তর দাতাদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার ২৪ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রচারপত্র ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। রাজ্য পরিবার কল্যাণ এবং রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সোনামণি কোবরা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলার বেলবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে সোনামণি কোবরা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সম্প্রতি এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১৫জন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি হেলথ অফিসার, এম.পি.ডব্লিউ ও আশাকর্মীগণ। এই শিবিরে পরিবার পরিকল্পনা, শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোধ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অভিষেককে বাচ্চা ছেলে বলে কটাক্ষ শোভনের, আক্রমন শানালেন বৈশাখীও

ডায়মন্ড হারবার, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার দক্ষিন ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে অভিষেকের গড়ে দাঁড়িয়ে তাঁকেই বাচ্চা ছেলে, নাক টিপলে দুধ বের হয় বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়। একের পর এক বাক্যবান অভিষেকের দিকে ছুঁড়ে দেন শোভন, পিছপা হন নি বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বুধবার সন্ধ্যায় ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে মাধবপুর আবর্তন মাঠের জনসভায় একের পর অভিষেককে একের পর এক আক্রমন করেন শোভন বৈশাখী জুটি। ছাড়েননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। শোভন বলেন, "পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রহসন চালিয়েছে তৃণমূল। কাউকে ভোট দিতে দেয়নি। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের ড্রাইভার ভাইপো।" অন্যদিকে নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ তুলেও ভাইপোকে কটাক্ষ করেন শোভন। তিনি আরো বলেন, "ডায়মন্ড হারবার থেকে অত্যাচার শুরু হয়ে আজ বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। আগামীদিন মানুষ জবাব দেবে।" দিন কয়েক আগে কুলতলির সভা থেকে অভিষেক শোভনকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, " যখন দলের হয়ে কাজ করেছেন তখন ৭০ হাজার ভোটে জিতেছিলাম, আর যখন ঘরে ঘুমচ্ছিল তখন তিন লক্ষ ভোটে জিতেছি।" এই প্রসঙ্গ টেনে শোভন বলেন, " আসলে ২০১৪ সালে মানুষ ভোট দিতে পেরেছিল, ২০১৯ সালে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। অত্যাচার করে ভোট লুট করেছে।

ঝাড়গ্রামের সভা থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর

ঝাড়গ্রাম, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূল খাটে উঠে গিয়েছে।এবার যেতে হবে শ্মশানের দিকে।হরিবল। বুধাবার ঝাড়গ্রাম শহরের জামদা সার্কস ময়দান সভা থেকে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী এভাবেই তৃণমূলকে আক্রমন করেন।

এদিন ওই সভা থেকে বিজেপির সাংসদ তথা রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন " তৃণমূলকে এমন ভাগাব যে গঙ্গা পার হয়ে যাবে।তৃণমূল যাতে বউনি করতে না পারে।" এদিন বিজেপির" যোগদান মেলা" এবং জনসভা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিশেষ করে তৃণনূলের উৎসুক্য ছিল।তবে এদিন বিজেপির সভায় জেলার কোন গুরুত্বপূর্ন নেতা বা নেত্রী যোগদান করেন নি।যারা যোগদান করেছেন তারা গুরুত্বহীন নেতৃত্ব বলেই জানা গিয়েছে দলীয় সূত্রে। বেলিয়াবেড়ার মহাপালে শুভেন্দু অধিকারীর সভায় তেমন লোক জন উপস্থিত হয়নি। কিন্তু ঝাড়গ্রাম শহরে শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে প্রথম সভায় সভা স্থল উপচে পড়ল ভিড়। বিজেপির এই সভায় বিজেপি নেতৃত্ব যা আশা করেছিল তার থেকেও বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়ে চমকে দিয়েছে।এদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে বিজেপির এই সভায় মূলত বাইরের রাজ্যের লোকজনদের নিয়ে এসে সভা ভারতে হয়েছে। স্থানীয় লোকজন এই সভায় আসেন নি।এদিন জামদার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি সাংসদ কুনার হেমরম,ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি সুখময় শতপথি সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব।এদিন সভা স্থল থেকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন " আমাকে চিনতে পারছেন তো।বহুবার এসেছি।ঝাড়গ্রাম আমার হাতের তালুর মতো চেনা।ঝাড়গ্রামের মানুষ মুক্তির পথ দেখিয়েছে।ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়ার মানুষ যতটা ভোট দেবার সুযোগ পয়েছিল বিজেপিকে ভোট দিয়েছে।তৃণমূল পুলিশ দিয়ে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়াতে জোর করে জেলা পরিষদ নিয়েছে।২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা করতে পারেন নি।উন্নয়নের ক্ষেত্র দুর্নীতি হয়েছে।কেন্দ্রর প্রকল্প গুলি রাজ্যের বলে বলা হচ্ছে।সাধারণ মানুষ কাজ পান নি।নেতার শালা,শালি,ভাই,বোনেরা কাজ পেয়েছে।বিধানসভা নির্বচনে তৃণমূলকে সাফ করতে না পারলে যদি ফিরে আসে দেখবেন কিডনি বিক্রি করে দিচ্ছে।তৃণমূল খাটে উঠে গেছে।এবার যেতে হবে শ্মশানে।২০০৩ সালে সাঁওতালি ভাষেকে অষ্টম তপশিলি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী।এখানে সিলেবাস নেই,বই নেই।কিছুই নেই।শুধু ঢপের চপ।আমরা ক্ষমতায় এলে মাননীয়াকে মিথ্যশ্রী আর ভাইপোকে তোলাশ্রী পুরস্কার ঘোষনার জন্য বলব।এখন তৃণমূলের মুখ যিনি দশ বছর জেলে ছিলেন।কিভাবে অত্যাচার করেছিল। সাঁইত্রিশ দিন অবরোধ করে রেখেছিল" অন্যদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন "বিজেপি সাধারণ মানুষের পার্টি।রাত গেয়ি বাত গেয়ি।দরজা খোলা আছে।পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের জন্য সবাই আমাদের ভাই।আমাদের পার্টি বড়,আমাদের মনও বড়।আমরা সবাইকে নিয়ে এগোচ্ছি।রাম মন্দির হচ্ছে।দশ টাকা হলেও চাঁদা দেবেন।যাতে রাম মন্দির তৈরি হয়।তৃণমূল কোন ভদ্র লোকের পার্টি নয়।যারা ভদ্র লোক তারা চলে আসছে।আপনার টিকিটে ক্যান্ডিট পাবেন না।ডুয়ার্সের লোক দিদিমনিকে হারিয়েছে।মানুষকে বিশ্বাস নেই। দিদিমনি চান না কৃষকরা ছয় হাজার টাকা করে পান। প্রতি কুইন্ট্যাল চালে পাঁচ ছয় শো টাকার কাঠমানি খাচ্ছ।কৃষকের পেটে লাথি মারছে। চ্যালেঞ্জ করছি কলকাতায় দশ হাজার কৃষকদের নিয়ে মিছিল করে দেখাক। আমরা পর দিন পঞ্চাশ হাজার কৃষকদের নিয়ে মিছিল করব।এই দলটা শাড়ি পড়া হাটলারের।কেস দিয়ে পুলিশ দিয়ে ভয় দেখাবেন না।আমরা ভয় পাই না।"এদিন সভার পরেই সংলগ্ন একটি কালী মন্দিরে যান শুভেন্দু বাবু, দীলিপ বাবুরা।সেখানে দিলীপ বাবু সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের যবাব দেন।এদিকে বিজেপির সভা ফেরত সমর্থকরা শহরের বাছুর ডোবা এলাকায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যেয়ের পোস্টার ছিঁড়ে দেয় বলে অভিযোগ।ঝাড়গ্রাম জেলা মহিলা তৃণমূলের সহসভাপতি রেখা সোরেন বলেন " বিজেপি ঝাড়খন্ড রাজ্য সহ বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসেছে।লোক দেখানোর হিম্মত থাকলে ঝাড়গ্রামের লোকেদের নিয়ে সভা করে দেখাতে পারত।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টার ছিঁড়েছে এরা। এই দলের সংস্কৃতিটাই এটা।অসম্মান ছাড় অন্যকিছু করতে এরা জানে না।

রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত ২৩৪ জন, মৃত ৮

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৩৪জন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৩৮৬জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৭.১৯শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.২১শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। বুধবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫হাজার ৮৬৮জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৬৮হাজার ৮৮৪জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৫২হাজার ৮৭৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১০হাজার ১৩৯জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬২জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৭৩জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১জনের। বর্তমানে এখন করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১২২০জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ১২২জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১৭হাজার ৬০৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৮লাখ ৯৪হাজার ৫০৮টি। এখন রাজ্যে ১০৩টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মুম্বাইয়ে রেলের ট্র্যাক পরীক্ষা করার সময় লাইনচ্যুত ট্রেন, মৃত এক কর্মী

মুম্বাই, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : মুম্বইয়ের অম্বরনাথ এবং বদলাপুর স্টেশন এলাকায় রেলের ট্র্যাক পরীক্ষা করার সময় ট্রেন লাইনচ্যুত হয় মেশিনট উল্টে মৃত এক চুক্তিভিত্তিক কর্মী। সে সময় কাজ করছিল তিনজন রেলের চুক্তি কর্মী। বাকি দু'জন গুরুতর জখম অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। বুধবার এই ঘটনা ঘটেছে।

এদিন ঘটনার পর লোকাল—এক্সপ্রেস সব ধরনের ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সেইসব ট্রেনকে পানভেল—কারজাত রুট দিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে রেল। এই ঘটনা কি ঘটল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করার দাবি উঠেছে। এমনকী মৃত কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে সেন্ট্রাল রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবাজি সুতার বলেন, 'এখানে ট্রেনের অপারেশনের কাজ চলছিল। এই ঘটনার পর সমস্ত ট্রেনের রুট বদল করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ফের কাজ শুরু হয়েছে। ট্রেনের রুট বদলের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া হয়েছে। ভোরের দিকে এই ঘটনা ঘটেছে।

বক্সনগর এবং কলমচৌড়া এলাকায় বিভিন্ন স্থানে বিএসএফ ও পুলিশ যৌথ ভাবে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা বাগিচা ধ্বংস করেছে। ছবি ও তথ্য প্রভাত ঘোষ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুপ্তচর ফ্রিদা

পর্দায় নুর হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে ফ্রিদা বলেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন অন্য রকম "হিরোইন" তিনি। অহিংসায় বিশ্বাস করতেন। কখনো অস্ত্র তুলে নেননি। তাঁর বাবা ইনায়েত খান ছিলেন নামকরা সংগীতজ্ঞ আর সুফি। আর নুর কাজ করেছেন ব্রিটিশ গুপ্তচর হিসেবে। নোরা বেকার ছদ্মনামে ফ্রান্সে বেতার অপারেটর হিসেবে কাজ নিয়েছিলেন টিপু সুলতানের এই বংশধর। পরে যুদ্ধক্ষেত্রে ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা আর ফরাসি ভাষায় পারদর্শিতার জন্য ২৯ বছর বয়সে তাঁকে ফ্রান্সের গুপ্তচর হিসেবেও নিয়োগ দেওয়া হয়। ধরা পড়ার পর গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দ্যখো কনসেন্টেশন ক্যাম্পে মাত্র ৩০ বছর বয়সে মেরে ফেলা হয় তাঁকে। এই রহস্যময়, দুর্দান্ত নারীকে পর্দায় নতুন করে জন্ম দেওয়া আমার জন্য জীবনের দারুণ এক সুযোগ। আমি তার ঘোল আনা সদ্ব্যবহার করতে চাই।'

বড় পর্দায় নাম লেখানোর আগে লেখালিখি করতেন ফ্রিদা। তখন প্রেম করতেন রোহান অ্যান্টাও নামের এক প্রকাশকের সঙ্গে। 'স্লামডগ মিলিয়নিয়ার'—এর পরে তিনি প্রেম শুরু করেন এই ছবির সহশিল্পী দেব প্যাটেলের সঙ্গে। ২০০৮ সাল থেকে ছয় বছর এক ছাদের নীচে থাকার পর ২০১৪ সালে সেই সম্পর্ক ভেঙে খান যায়। এরপর সময় নিয়েছেন। নতুন করে সম্পর্কে জড়িয়েছেন মার্কিন আলোকচিত্রী কোরি ট্রানের সঙ্গে। ট্রানের জন্মদিনে তিনি জানিয়েছেন, তাঁরা বাগদান সেরে ফেলেছেন। তবে বিয়ের আসরে কবে বসবেন, তা এখনো জানা যায়নি।

নারীবাদী হিসেবে নামডাক আছে ৩৬ বছর বয়সী ফ্রিদার। যদিও 'নারীবাদ' শব্দটাকে মানুষ ভুল বোঝে বলে আক্ষেপও আছে তাঁর। এক শব্দে নারীবাদ তাঁর কাছে সমতা।

তুরস্কের ব্যয়বহুল হোটেলে বরুণ-নাতাশার মধুচন্দ্রিমা

বেশ কিছু দিন ধরেই বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান আর নাতাশা দলালের বিয়ে নিয়ে চলছে আলোচনা। এবার এই নবদম্পতির মধুচন্দ্রিমাকে ঘিরে শুরু হয়েছে ফিসফাস। জানা গেছে, তুরস্কের একটি সমুদ্রসৈকতের ব্যয়বহুল এক হোটেলে তাঁরা তাঁদের জীবনের বিশেষ দিনগুলো কাটাতে যাচ্ছেন।

গত ২৪ জানুয়ারি সাত পাকে বাঁধা পড়েন বরুণ আর তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকা নাতাশা। সব রীতিনীতি মেনে তাঁদের বিয়ে হয়। বলিউডের এই রোমান্টিক জুটির বিয়েতে জাঁকজমকের কোনো কমতি ছিল না। তবে করোনার কারণে নিমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা ছিল নেহাত কম। মাত্র ৪০ জনকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল এই বিয়েতে। এমনকি করোনার কারণে প্রথমে তাঁরা মধুচন্দ্রিমাতে না যাওয়ারও পরিকল্পনা করেছিলেন। বরুণ-নাতাশা ভেবেছিলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই তাঁরা হানিমুনে যাবেন। তবে এবার মত বদলেছেন তাঁরা। বেশ কিছু দিন একান্তে কাটানোর নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই দম্পতি।

তুরস্কে তাঁরা মধুচন্দ্রিমা করতে পারেন বলে জোর রব। জানা গেছে, তুরস্কের ইস্তাম্বুলের অত্যন্ত অভিজাত এবং নয়নাভিরাম সিরাগন প্যালেসে বলিউডের এই নবদম্পতি একান্তে থাকবেন। সমুদ্রতটের এই বিলাসবহুল হোটেলটি বেশ বিখ্যাত আর অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বলিউডসহ সারা বিশ্বের বড় বড় তারকা সিরাগন প্যালেসেই ছুটি কাটাতে আসেন। বরুণ আর নাতাশার প্রেমের কাহিনি এখন আর কারও অজানা নেই। শৈশব থেকেই তাঁরা একে অপরের কাছের বন্ধু ছিলেন। যৌবনে বরুণ-নাতাশা পরস্পর প্রেমে পড়েন। তবে বরুণই নাতাশাকে প্রথম প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নাতাশা এই প্রেমকে প্রথমবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নাতাশাকে রাজি করাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল এই বলিউড তারকাকে। এবার তাদের দীর্ঘদিনের প্রেম পূর্ণতা পেল।

এবার জ্যাকুলিনের গন্তব্য হলিউড

বলিউড থেকে হলিউডে পাড়ি দেওয়া অভিনয়শিল্পীর তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। প্রিয়াঙ্কা, দীপিকাদের পর সেই পথে হাঁটছেন জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। ছবিটি অমনিবাস, নাম রাখা হয়েছে 'উইমেনস স্টোরিস'। ছয়টি পর্বে গাঁথা ছবিটি কয়েকজন নারী পরিচালক তৈরি করবেন। অভিনয়শিল্পীরাও থাকবেন প্রায় সবাই নারী।

হলিউড—কেন্দ্রিক গণমাধ্যম ডেডলাইনের বরাত দিয়ে প্রতিবেদন করেছে বেশ কয়েকটি ভারতীয় অনলাইন পোর্টাল। সেখানে বলা হয়েছে, জ্যাকুলিনকে যে পর্বে দেখা যাবে, সেটি পরিচালনা করবেন লীনা যাদব। লিনা 'পার্চড', 'শব্দ', 'তিন পাত্তি', 'রাজমা চাওয়াল' ছবিগুলো তৈরি করেছেন।

ছবিটির অন্য পরিচালকেরা হলেন মারিয়া সোল তোনাজ্জি, লুসিয়া পুয়েঞ্জো ও ক্যাথরিন হার্ডউইক। বিভিন্ন কর্মজীবী নারীর জীবনযাপন তুলে আনা হবে ছবিটিতে। জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ ছাড়াও অভিনয় করবেন কারা ডেলেভিঞ্জ, এভা লঙ্গরিয়া, মারগারিতা বাই, মার্সিয়া গে হার্ডেন ও লিনোর ভ্যারেলা।

ছবিটির প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত আছে উই ডু ইট টুগেদার নামের একটি সংস্থা। এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট চিয়ারা টিলেসি বলেন, 'এই সংস্থার মাধ্যমে আমরা চলচ্চিত্র ও গণমাধ্যমে নারীর চেহারা পাল্টে দিতে চাই। আমরা ক্যামেরার পেছনে ও সামনে দুই জায়গায়ই নারীর গল্প বলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ কারণেই "উইমেনস স্টোরিস" আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে নারী পরিচালকদের একত্র করেছি, যাঁরা তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের গল্পগুলো বলবেন।' দৃশ্য ধারণ করা হবে ইতালি, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে।

গত বছর ছবি দিয়ে খুব একটা আলোচনায় ছিলেন না জ্যাকুলিন। 'গেন্দা ফুল' কাভার গান দিয়ে বেশ আলোচনায় এসেছিলেন। তাঁর নাচে ঝড় উঠেছিল অনলাইনে। লকডাউনে তাঁকে দেখা গেছে সালমান খানের খামারবাড়িতে। তবে বেশ কিছু ছবি নিয়ে নতুন বছরে রুপালি পর্দায় আসবেন জ্যাকুলিন। হাতে আছে 'অ্যাটাক', 'ভূত পুলিশ', 'সার্কাস' ও 'বচ্চন পান্ডে' ছবি।

নয়াদিল্লির কৃষক আন্দোলন নিয়ে আবারও মুখ খুললেন কঙ্গনা

বলিউড তো আছেই, ভারতের এমন কোনো বিষয় নেই, যা নিয়ে এই তারকা তির্যক মন্তব্য করেননি, তিনি কঙ্গনা রনৌত। সমকালীন আন্দোলন, রাজনীতি, মাদক থেকে শুরু করে কৃষকের অধিকার সব বিষয়ে তাঁর মন্তব্য করা চাই—ই চাই। বিশেষ করে টুইটারে ভিডিও বার্তা দিয়ে তিনি আলোচনায় আসেন প্রায়ই। গত বছরের অক্টোবর মাসে ভারতের কৃষি বিল নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে পড়েছিলেন কঙ্গনা। কৃষি বিলের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর জন্য কঙ্গনার বিরুদ্ধে মামলাও করেছিলেন রমেশ নায়েক নামের এক আইনজীবী। তারপরও থেমে নেই কঙ্গনার বক্তব্য। এবার তিনি মন্তব্য করেছেন, কৃষক আন্দোলনের নামে প্রকাশ্যে দেশে 'সন্ত্রাস' চলছে।

টুইটারে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় কঙ্গনা বলেছেন, 'যাঁরা এই সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করছেন বা উসকানি দিচ্ছেন, তাঁদের প্রত্যেককে জেলে পাঠানো উচিত। এর আগে এ ধরনের সন্ত্রাসের ভয়েই নাগরিকত্ব অধিকার আইন কার্যকর করা যায়নি। আমি নিশ্চিত, কৃষি আইনও এভাবেই আটকে যাবে। ভোট দিয়ে আমরা জাতীয়তাবাদী সরকার এনেছি ঠিকই। তবে শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই জিতে যাচ্ছেন এই জাতীয়তাবাদবিরোধীরাই।'

গত মঙ্গলবার ছিল ভারতের ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস। বিতর্কিত তিন কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে এদিন নয়াদিল্লির রাজপথে ট্রাক্টর মিছিল করার পূর্বঘোষণা ছিল দেশটির আন্দোলনরত কৃষকদের।

তাঁদের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নয়াদিল্লিতে সংঘাত-সংঘর্ষ ও সহিংসতা ঘটে। রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের বার্ষিক প্যারেড চলাকালেই সীমান্তে অবস্থানরত কৃষকদের একাংশ ব্যারিকেড ভেঙে রাজধানীতে ঢুকে পড়েন। কেউ পায়ে হেঁটে ঢোকেন, কেউ ট্রাক্টর নিয়ে। এই নিয়ে বিভিন্ন স্থানে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের মধ্যেই একদল কৃষক রাজধানীর কেন্দ্রে পৌঁছে যান। তাঁরা লালকেল্লায় উঠে পড়েন। পরে অবশ্য লালকেল্লা থেকে কৃষকদের হটিয়ে দেয় পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুর থেকে বুধবার পর্যন্ত সামাজিকমাধ্যমে একের পর এক টুইট বার্তা দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কঙ্গনা।

কৃষি আইনবিরোধী আন্দোলন নিয়ে এর আগেও মতামত দিয়েছেন কঙ্গনা। সে সময় বিজেপির পক্ষ নিয়ে কঙ্গনা ওই টুইটে লিখেছিলেন, 'যাঁরা সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) নিয়ে গুজব ছড়িয়েছিলেন, তাঁরাই এখন কৃষি বিল নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলছেন। এ জন্য দেশে দাঙ্গা হচ্ছে। এই লোকেরা সন্ত্রাসী। আমি কী বলছি, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

কৃষকদের সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে তুলনা করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। মঙ্গলবার লালকেল্লার ঘটনায় সেই পুরোনো প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তিনি। কঙ্গনা লিখেছেন, 'কৃষকদের সন্ত্রাসবাদী বলেছিলাম বলে ছয়টা সংস্থা আমার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছিল। আমাকে বলা হয়েছিল, ওই মন্তব্যের জন্যই আমাকে তারা সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করতে দিতে পারছে না। আজ আমি বলছি, প্রত্যেক ভারতীয়, যাঁরা কৃষকদের এই দাঙ্গাকে সমর্থন করছেন, তাঁরা নিজেরাও একেকজন সন্ত্রাসবাদী।'

এর আগে কৃষি আইনবিরোধী আন্দোলন নিয়ে গত মাসেই কঙ্গনার সঙ্গে টুইট যুদ্ধ হয়েছিল পাঞ্জাবি অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জের। সেখানে অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার বিরুদ্ধেও কৃষকদের উসকানি দেওয়ার অভিযোগ এনেছিলেন কঙ্গনা।

প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, বিদেশে কাজ পাওয়ার জন্যই এসব করে থাকেন তিনি। মঙ্গলবারের ঘটনায় কৃষক আন্দোলনের সমর্থনকারীদের জেলে পাঠানোর কথা বলে কঙ্গনা দিলজিৎ আর প্রিয়াঙ্কার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে করছেন অনেকে। টুইটারে দিলজিৎ আর প্রিয়াঙ্কার নাম উল্লেখ করে আক্রমণও করেছেন কঙ্গনা। একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'দিলজিৎ আর প্রিয়াঙ্কা, তোমাদের এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতেই হবে।'

মুক্তি পেয়েছে প্রয়াত অভিনেত্রীর শেষ ছবি, কাঁদলেন মা—বাবা

বড় মেয়ে তরুণ অভিনেত্রী ও মডেল লোরেন ম্যান্ডেস মারা গেছেন পাঁচ মাস চলছে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তাঁর অভিনীত ওয়েব ফিল্ম 'ট্রল'। মেয়ের মৃত্যুর এত মাস পর মুক্তি পাওয়া ছবিটি দেখতে বসে কাঁদলেন মা মার্গারেট ম্যান্ডেস ও বাবা ব্লিন ম্যান্ডেস। সোমবার রাতে তাঁরা সপরিবার ছবিটি দেখেন। অনেক কষ্টে ছবিটি দেখা শেষ করেন। প্রথম আলোকে জানিয়েছেন সদ্য প্রয়াত মডেল ও অভিনেত্রী লোরেন ম্যান্ডেসের মা মার্গারেট ম্যান্ডেস।

লোরেনের ছোট দুই যমজ বোন লারিনা ও লারিশা। তারা এখনো জানে না, তাদের বড় বোন মারা গেছে। তাই তো ছবিটি দেখতে বসে বারবার মা—বাবার কাছে বোন লোরেন কবে বাসায় ফিরবে জিজ্ঞেস করছিল। গত বছরের ৩০ আগস্ট আত্মহত্যা করেন লোরেন। ৯০ মিনিট ব্যাপ্তির ওয়েব ফিল্ম 'ট্রল' সম্প্রতি অনলাইনে মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিতে অপূর্বর ছোট বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন লোরেন। মেয়ে লোরেন অভিনীত ছবিটি মুক্তির খবর তাঁরা জানতেন। কিন্তু সাহস করতে পারছিলেন না ছবিটি দেখার। কারণ, মেয়েকে হারানোর শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি তাঁরা।

সিনেমাটি নিয়ে মা—বাবার সঙ্গে লোরেনের অনেক স্মৃতি রয়েছে। মা জানালেন, এই ছবির শুটিং থেকে কখনো রাত একটায়, কখনো দুইটায় বাসায় ফিরতেন লোরেন। এসেই শুটিংয়ের নানা গল্প পরিবারের সবাইকে শোনাতেন। চুপি চুপি মাকে ও ছোট দুই বোনকে এ—ও নাকি বলেছিলেন, তাঁর জীবনের সেরা কাজ হয়ে থাকবে। মেয়ের সেই কাজ মুক্তির পরে না দেখে কি আর থাকতে পারেন মা---বাবা আর ছোট বোনেরা! লোরেনের মেজ বোন ম্যাকডেলিনা ম্যান্ডেস। তিনি কানাডায় পড়াশোনা করেন।

লোরেনের মা জানান, তাঁর মেজ মেয়ে বোনের সিনেমাটি দেখেছেন। ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে ছবিটি দেখতে বসেছিলেন তাঁরা। সিনেমাটি দেখে আবার পরিবারের সবাই কেঁদেছে। শুধু কাঁদেনি ছয় বছরের লারিশা ও লারিনা।

'ট্রল' সিনেমায় লোরেনের শৈশবের চরিত্রে অভিনয় করেছেন লারিনা। ছবিটি দেখার সময় লারিনা ও লারিশা বারবার বোনের অংশটুকু দেখছিল। তারা জানে তাদের বোন এখনো বেঁচে আছেন। তারা বিশ্বাস করে, তাদের লোরেন দিদি ফিরে আসবেন। তারাও মা—বাবার কাছে জানতে চায়, কবে দিদি ফিরে আসবেন। ছোট দুই মেয়ের কাছে এমন কথা শুনে লোরেনের মা—বাবা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকেন বলে জানালেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে লোরেনের মা বললেন, 'লোরেন যে মারা গেছে, সেটা ছোট দুই মেয়েকে আজও বলা হয়নি। ওরা জানে, তাদের বোন বাইরে গেছে, ফিরে আসবে। তাদের অনেক আদর করবে।'

আত্মহত্যার ঠিক দুই দিন আগে 'ট্রল' ছবিতে অভিনয় করেন লোরেন। সঞ্জয় সমদ্দার পরিচালিত এই ছবির প্রথম দিনের শুটিংয়ে সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর মা মার্গারেট ম্যান্ডেস।

'ট্রল'-এর গল্পে অপূর্বর ছোট বোনের চরিত্র অভিনয় করেন লোরেন। শুটিং সেটে অপূর্বও ছোট বোনের মতো আদর করতেন লোরেনকে। পছন্দের আইসক্রিম কিনে খাইয়েছেন। এসব গল্প বাসায় গিয়ে লোরেন তাঁর মা—বাবাকে বলতেন বলে জানালেন। ফোনের ওপাশ থেকে লোরেনের মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানালেন, ছবিটি দেখার পর রাতে ঘুমাতে পারেননি। সারাক্ষণই মেয়েকে নিয়ে ভেবেছেন। ঢাকা শহরটা এখন আর তাঁদের ভালো লাগে না। মাঝেমধ্যেই তাঁরা বাইরে বের হন। ছোট মেয়ে এখনো অভিনয়ে আছে, তাকে নিয়ে প্রায়ই ছুটতে হয় বিভিন্ন শুটিং স্পটে। শুটিং বাড়িতে অনেকেই মেয়েদের বলেন, তাদের বোন মারা গেছে। তখন দুজনই বলে, তাদের বোন ফিরে আসবে। লোরেনের মা—বাবা এখনো প্রতিদিন উত্তর খোঁজেন ছোট দুই মেয়েকে কীভাবে বলবেন, তাদের বোন আর কখনোই ফিরে আসবে না।

প্রজাতন্ত্র দিবসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে বয়কট করতে বাঙালিদের আহ্বান বিডিএফ-এর শীর্ষ নেতা প্রদীপের

শিলচর (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বরাক উপত্যকা সহ রাজ্যের বাঙালিদের কাছে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে বয়কট করার জন্য সরাসরি আহ্বান জানালেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়।

এক প্রেসবিবৃতি জারি করে এই আহ্বান জানিয়ে প্রদীপ বলেন, শিলচরে আয়োজিত ৭২ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রথমেই অসম আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এবং এই আন্দোলনের শহিদদের প্রতি সরকারের সমবেদনা ও সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও একবারও বরাকের বাংলা ভাষা আন্দোলন কিংবা ভাষা শহিদদের কথা একবারের জন্যও মুখে আনেননি রাজ্যের আবগারি, মৎস্য এবং বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়। তিনি বলেন, অসম আন্দোলনের কর্মসূচি আদ্যন্ত বাঙালি তথা বরাক বিরোধী ছিল। বরাকে দাঁড়িয়ে তার জন্য এত সহানুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে মন্ত্রী তাঁর নির্লজ্জ ও স্বার্থপর মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেখেছেন। প্রদীপ বলেন, সুদেষ্ণা সিংহ সহ বরাকের ভাষা শহিদরা এখনও সরকারি স্বীকৃতি-তো পানইনি, কোনও আর্থিক সাহায্যও জোটেনি তাঁদের পরিবার পরিজনের। অথচ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য তাঁর ভাষণে সবিস্তারে অসম আন্দোলনে শহিদদের সরকারি তরফে সাহায্য সহযোগিতার কথা ফলাও করে প্রচার করলেন। তিনি বলেন, এর আগেও বরাকের একটি সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য অসমিয়া ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন, যে সভায় শ্রোতৃবৃন্দ প্রায় সবাই বাংলাভাষী ছিলেন। কাজেই গতকালের দীর্ঘ বক্তব্যে একবারও বাংলা ভাষা শহিদদের কথা উল্লেখ না করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এ সবই তার চাটুকারিতা ও বাঙালি তথা বরাক বিরোধী মানসিকতার দৃষ্টান্ত।

বিবৃতিতে বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক আরও বলেন মন্ত্রীর ভাষণে একবারও শোনা যায়নি শিলচরের মিনি সচিবালয়, লজিস্টিক পার্ক, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উন্নয়ন কিংবা বরাকের বেকারদের প্রতি কোনও আশ্বাস, যা উপত্যকার উন্নয়নের জন্য একান্ত জরুরি। দত্তরায় ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সম্প্রতি গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ৭৫টি শূন্য পদ, যার ৪৫টি বরাকের, তা একটিতেও সুযোগ পাননি এখানকার প্রার্থীরা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকা থেকে এভাবে বরাকের পদগুলিতে লোক পাঠিয়ে এই উপত্যাকাকে অসমিয়াকরণের চক্রান্ত করছে দিশপুর। যেভাবে তারা বাঙালি অধ্যুষিত গোয়ালপাড়া জেলার ভাষিক তথা সাংস্কৃতিক চরিত্রকে জোর জবরদস্তি বদলে দিয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষক সরকার। প্রদীপ দত্তরায় বলেন, ইদানীং রাজ্যের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র)-দের সরকার জমির পাট্টা দিচ্ছে বলে বড়াই করে উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী। কিন্তু কয়জন বাঙালি জমির পাট্টা পেয়েছেন তা জনসমক্ষে জানাতে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে বলেছেন বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক। তিনি বলেন, কারা এই রাজ্যের খিলঞ্জিয়া বা ভূমিপুত্র তা এখনও ঠিকই করতে পারেনি এই সরকার। তারা অসম চুক্তি অনুযায়ী অবৈধ নাগরিকদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে বলে উচ্ছ্বসিত মন্ত্রীর কি একবারও মনে হয় না শিলচরের রামনগরে তাঁর দলেরই শীর্ষ নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ডিটেনশন ক্যাম্প সম্পর্কে প্রতিশ্রুতির কথা ?দত্তরায় বলেন, পরিমলবাবু শুধু বরাকের নয়, সারা অসমের একমাত্র বাঙালি মন্ত্রী। তা সত্ত্বেও যেহেতু জাতিস্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিগত স্বার্থকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তাই বরাক তথা সমগ্র অসমে বসবাসকারী বাঙালিদের জাতিবিরোধী এই নেতাকে অবিলম্বে বয়কট করা এবং আগামী নির্বাচনে এর যথাযোগ্য জবাব দেওয়া কর্তব্য। প্রদীপবাবু বলেন, বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের গতকাল প্রদত্ত এ-ধরনের ভাষণের তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে জনসমক্ষে এজন্য তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

১০০ দিনের কাজে আবারও দেশে এক নম্বরে মমতার বাংলা

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : পর পর চারবার দেশের মধ্যে ১০০ দিনের কাজে সেরার শিরোপা পেয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ।

২০২০-২১ অর্থবর্ষে এই রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মোট ৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ কর্মদিবস সৃষ্টি হয়েছে, যা সারা দেশের নিরিখে রেকর্ড। এর ফলে প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, সেটাও লকডাউনের মধ্যেই। এর আগের তিন বছরে এই কর্মদিবসের সংখ্যা ছিলো প্রায় ২২ কোটি, ২৮ কোটি ও ৩২ কোটি। এবার সব হিসাব ছাপিয়ে তা পৌঁছে গিয়েছে প্রায় ৩৬ কোটির দোরগোড়ায়। যা সারা দেশের নিরিখে সর্বকালীন রেকর্ড।

বিশেষ করে এই আর্থিক বছরের প্রায় অর্ধেকটাই কোভিডের ফলে লকডাউনের কারণে কাজ বন্ধ ছিলো। তা সত্ত্বেও আনলক পর্ব শুরু হওয়া বা আমফান পরবর্তী সময়ের কাজ, রাজ্যকে ১০০ দিনের প্রকল্পে সবচেয়ে এগিয়ে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক এদিন রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরকে জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ৩৬ কোটি কর্মদিবসের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত এই রাজ্যে যেন আরও ২ কোটি কর্মদিবস এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি করা যায়। তাহলে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে মোট ৩৮ কোটি কর্মদিবস তৈরি হবে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারই কেন্দ্রকে প্রস্তাব দিয়েছিল আরও ৫ কোটি কর্মদিবস তৈরি করার সুযোগ দেওয়া হোক বাংলাকে চলতি অর্থবর্ষে। অথচ এদিন কেন্দ্র মাত্র ২ কোটির অনুমোদন দিয়েছে

কেন্দ্রের পাস হওয়া বিলের বিরোধিতার অধিকার তৃণমূলের নেই : শমিক ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : "সাংবিধানিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে আর একটি নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। চলে যাওয়ার আগে নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত তৈরি করে যাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল।" বুধবার বিজেপি-র রাজ্য মুখপাত্র শমিক ভট্টাচার্যের সাংবাদিক সম্মেলন এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, "তৃণমূল কোনও গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে বিশ্বাস করে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর তাদের আস্থা নেই। রাজ্যপালের অধিবেশন উদ্বোধন করার কথা ছিল। তাঁকে অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রের পাস হওয়া বিলের বিরোধিতার নৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার তৃণমূলের নেই। বিল তিনি গ্রাহ্য করবেন কিনা বা কীভাবে সম্মতি দেবেন, বিষয়টি রাজ্যপাল বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

আজ যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বসে নিরাপদে কৃষিবিলের প্রতিবাদ করছেন, কেন্দ্রের পাশ হওয়া আইনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ রীতিনীতি ভেঙে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাংবিধানিক মর্যাদাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে যে প্রস্তাব তাঁরা নিয়ে আসছেন, তার নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার তৃণমূল কংগ্রেসের এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেই।

২০১৪ ও ২০১৭-তে যে সংশোধনী তাঁরা করিয়েছিলেন, কৃষিসংক্রান্ত ওই দুই বিলে তৃণমূলের বক্তব্য কী ছিল? আগে সরকার ওই বিলদুটো প্রত্যাহার করুক। তার পর তাঁরা এবারের বিল পাশ করান। আগের রাজ্য হর্টিকালচার বিভাগের অনুমতিক্রমে চুক্তিচাষকে ছাড়পত্র দিয়েছিল। চুক্তিচাষ পশ্চিমবঙ্গে সরকারের হস্তক্ষেপে চলছে। কেন্দ্রের নয়া আইনে যেখানে কৃষকরা ফলনের বেশি দাম পাচ্ছে, সেখানে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ এর বিরোধিতা করে? মুখ্যমন্ত্রী এর জবাব দিন। বুধবার বিধানসভার সংক্ষিপ্ত অধিবেশন বসে। কেন্দ্রের আইনের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার অধিবেশনে দুটি বিল পাশ করার কথা।

কাছাড়ের জালালপুর চা বাগানে সংস্কারকৃত চিলড্রেন পার্কের উদ্বোধন বিধায়কের

কালাইন (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে জালালপুর চা বাগানের সংস্কারকৃত চিলড্রেন পার্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন। প্রায় দুই বিঘা জমিতে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য সৌন্দর্যপূর্ণ চিলড্রেন পার্ক গড়ে উঠেছে জালালপুর চা বাগানে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের চতুর্দশ ফাইনান্সের দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্টের মোট ছয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সত্তর টাকা ব্যয় সাপেক্ষ জালালপুর চিলড্রেন পার্কের বাউন্ডারি ফেন্সিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে এই পার্কটিকে। কুশিয়ারকুল গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর সভানেত্রী মিতা নাথের বিশেষ উদ্যোগে এবং জালালপুর চা বাগান কর্তৃপক্ষের জমি দানের জন্য এই পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জিপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি কনক নাথ জানান, মোট দশ ধরনের খেলাধুলোর ব্যবস্থা রয়েছে এই চিলড্রেন পার্কে। ব্যাডমিন্টন খেলারও বিশেষ সুবিধা আছে পার্কে। করা হয়েছে পানীয়জলের সুব্যবস্থা। এছাড়া অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন। শিশুদের সঙ্গে আগত অভিভাবকদের বসে অপেক্ষা করার জন্যও পর্যাপ্ত বেঞ্চের সুব্যবস্থা রয়েছে।

কনক নাথ জানান, শিশুদের বিশ্রামের জন্য পার্কে রয়েছে আয়রন শেডের বিশাল একটি ছাতা। তিনি বলেন, শিশুদের আমোদ-প্রমোদের পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষ ন্যূনতম ভাড়ার বিনিময়ে পিকনিক তথা ছোট আকারের পারিবারিক অনুষ্ঠান করা যাবে এই পার্কে। এছাড়া কুশিয়ারকুল জিপি সভানেত্রী মিতা নাথের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে শিশুদের ওয়েটিং শেডের কাজ সাত দিনের মধ্যে শুরু করা হবে বলে আশ্বাস দেন বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন। এদিকে এই পার্কের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোর উন্নয়নে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার আশ্বাস দিয়েছেন কাছাড় জেলা পরিষদের সহ-সভানেত্রী লাভলি চক্রবর্তী।

গতকাল পার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কালাইন খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক নন্দকুমার গোয়ালা জানান, কাছাড় জেলার পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে কুশিয়ারকুল জিপিতে প্রথমবারের মতো মনোরম চিলড্রেন পার্ক গড়া হয়েছে। বিশেষ এই উদ্যোগের জন্য জিপি সভানেত্রী মিতা নাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন বিডিও নন্দকুমার গোয়ালা সহ উপস্থিত অন্য অতিথিরা। বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন নবরূপে উন্নত চিলড্রেন পার্কের উদ্বোধন করে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন। তিনি এদিন পার্কের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে আনন্দ উপভোগ করেছেন। পার্কের আনন্দ উপভোগ করেছে এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কচিকাঁচা পড়ুয়ারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কালাইন আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি কার্তিক তাঁতি, কালাইন এইচএস স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক রঞ্জিত কুমার দাস, বলেশ্বর এইচএস স্কুলের বরিষ্ঠ শিক্ষক জ্যোতির্ময় নাথ, কুশিয়ারকুল জিপির এপি সদস্য উমেদ গৌড়, ওয়ার্ড মেম্বার আশা ঘাটোয়ার, সুব্রত চক্রবর্তী সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আধিকারিকদের ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স) : কিছু ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে আরও ভাল ব্যবহার করার প্রয়োজন রয়েছে। বুধবার নবান্নে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের খতিয়ান নিতে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি "দুয়ারে সরকার" ও "পাড়ায় সমাধান", এই নামে আজ দু'টি বইও প্রকাশ করেন মমতা।

নির্বাচনের আগে ১২টি প্রকল্প নিয়ে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরু করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে কোন খাতে কত মানুষ সুবিধা পেয়েছেন সেই খতিয়ান নিতেই এদিন নবান্নে বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী। বহুক্ষেত্রে অভিযোগ ওঠে সরকারি আধিকারিকরা ভালো ব্যবহার করেন না গ্রাহকদের সঙ্গে।

বৃহস্পিবারই দুটি স্টেন্ট বসানো হবে সৌরভের

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স) : দেবী শেঠির তত্ত্বাবধানে বৃহস্পতিবার বাকি দুটি স্টেন্ট বসানো হবে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বুধবার হাসপাতালের তরফে বুলেটিনে জানানো হয়েছে এমনটাই। চিকিৎসক সপ্তর্ষি বসু, আফতাব খান, এবং সরোজ মন্ডলের উপস্থিতিতে তার অপারেশন হবে কাল।

পরিবার সূত্রে খবর, গতকাল রাত থেকেই সামান্য অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বুধবার সকাল হতেই ফের বুকে ব্যথা অনুভূত হওয়ায় তড়িঘড়ি মুকুন্দপুরের অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাকে। প্রসঙ্গত তার একটি স্টেন্ট বসে ছিল বেশ কিছুদিন আগে। আরো দুটি স্টেন্ট বসাতে হবে বলেই জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। পরবর্তীকালে বসানো হবে বলে জানানো হয়েছিল। ন এখন স্থিতিশীল আছেন মহারাজ।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সৌরভের ইসিজি হয়েছে। সেখানে সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর হৃদপিণ্ডে আরও স্টেন্ট বসানো হবে কিনা তা নিয়ে আগামিকাল সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সকালে সামান্য অস্বস্তি হলেও সৌরভ বর্তমানে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এদিন তড়িঘড়ি গ্রিন করিডোর করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে দেবী শেঠির সঙ্গে যোগাযোগ করেন অন্যান্য চিকিৎসকরা। এখানেই সিদ্ধান্ত হয় আগামীকালই বাকি দুটি স্টেন্ট বসবে মহারাজের।

রাজ্য সরকারের সহযোগিতা মিললেই রেলের কাজ শুরু হবে : জগন্নাথ সরকার

নবদ্বীপ, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : "রাজ্য সরকারের সহযোগিতা মেলেনি, দখলদারদের উচ্ছেদ করা যায়নি। তাই স্বরূপগঞ্জ অবধি রেল যায়নি।" বুধবার এই অভিযোগ করেন রানাঘাট কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। বুধবার দুপুরে শান্তিপুর নবদ্বীপ ট্রেনের কাজ দেখতে তিনি যৌথ পর্যবেক্ষণে আসেন শিয়ালদহ শাখার ডিআরএম শিলেন্দ্র প্রতাপ সিংহর সঙ্গে। এদিন দুপুর একটায় ডিআরএম সহ সাংসদ কৃষ্ণনগর কোতোওয়ালি থানার আমঘাটা স্টেশনে আসেন। এরপর সেখান থেকে নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরতলা ও স্বরূপগঞ্জ নবদ্বীপঘাট স্টেশন পরিদর্শন করে মহিশুরা যান

এদিন সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, "রেল স্বরূপগঞ্জ অবধি নিয়ে যাওয়ার সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। রেলের পক্ষ থেকে বাজেট থেকে সব কিছুই করা হয়েছিল। নকশা করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু বাধার জন্যে রেল করতে পারেনি। রাজ্য সরকারের থেকে সহযোগিতা মেলেনি। উচ্ছেদ করতে পারেনি বলে স্বরূপগঞ্জ অবধি রেল যায়নি। এখান থেকে আমঘাটা থেকে রেল ব্রিজ করার পরেও, সরকারের পক্ষ থেকে জায়গা দেওয়ার পরেও রেল ব্রিজ করে দিয়েছে। কিন্ত তারপরে যে এলাকা পড়েছে সেই এলাকায় উচ্ছেদ করতে পারেনি।"

জগন্নাথবাবু বলেন, "জনগন প্রকল্পের জন্য জমি দেওয়ার জন্যে তৈরী। এখানে যে মার্জার কমিটি, মন্দির কমিটি ও জনগনের সাথে আমি কথা বলেছি। তারা বলেছে পুনর্বাসন দিলে তারা জায়গা দেওয়ার জন্যে তৈরী। মার্জার কমিটি বলেছে রেলের জায়গা হলে ছেড়ে দেবে। মন্দির কমিটি বলেছে যদি সম্পূর্ণ মন্দিরের জায়গা ছেড়ে দিতে হয় নবদ্বীপের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে আমরা বৃহত্তর স্বার্থে সম্পূর্ণ জায়গা ছেড়ে দেব।" জগন্নাথবাবু বলেন, "রেল হওয়ার জন্যে প্রস্তুত, রাজ্য সরকারের সহযোগিতা মিললেই রেলের কাজ শুরু হবে। রেল মন্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে পরিদর্শন করা হচ্ছে। নির্বাচনের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আমি যেদিন থেকে সাংসদ হয়েছি তারপর থেকেই ধাপে ধাপে অগ্রগতি ঘটছে' ।নবদ্বীপ শান্তিপুরের রেল এক সময় ন্যারো গেজ ছিল। তারপর ব্রডগেজ লাইনে পরিবর্তন করে আমাঘাটা অবধি নতুন স্টেশনের কাজ হয়ে জমি সমস্যায় থমকে যায়। স্বরূপগঞ্জ অবধি আর কাজ হয়নি।

আনন্দোল্লাসে উদযাপিত ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বৃহৎ উৎসব বুসুডিমা

হাফলং (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বৃহৎ উৎসব বুসুডিমা আনন্দ উল্লাসে ডিমা হাসাও জেলা সহ রাজ্যের ডিমাসা অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পালিত হয়েছে। বুধবার বুসুডিমা উৎসব উপলক্ষ্যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ডিমাসা জনগোষ্ঠীর মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বুসুডিমা হচ্ছে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর কৃষিভিত্তিক এক বৃহৎ উৎসব। প্রতিবছর ২৭ জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী এই বুসুডিমা উৎসব উদযাপন করা হয় সমগ্র ডিমা হাসাও জেলায়। এতে আয়োজন করা হয় ভুরিভোজের। তাছাড়া এক বিশেষ পানীয় জু-ডিমা প্রস্তুত করা হয়। তা দিয়ে বুসুডিমা উৎসবে আগত অতিথিদের আপ্যায়িত করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করা হয় বিভিন্ন রকমারি খাবার, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ডিমাসা পরম্পরাগত লোকনৃত্যের।

বুধবার হাফলঙের টাউন রাজি, গাদাইন রাজি, সাইঞ্জা রাজি, ডিমালিক রাজি প্রভৃতি স্থানে আয়োজন করা হয় বুসুডিমা উৎসবের। তাছাড়া ডিমাসা পরম্পরাগত পোশাক পরে খ্রাম মানে, ঢোল আর মুড়ি মানে বাঁশির তালে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর যুবক যুবতী পুরুষ মহিলা বাইডিমা নৃত্য পরিবেশন করেন। সারা রাত ধরে চলে এই বাইডিমা নৃত্য।

ভোটের কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুরক্ষার দাবীতে সরব বিজেপির টিচার্স সেল

দুর্গাপুর, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : নির্বাচনের কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সহ সাত দফা দাবীতে সরব হল বিজেপির টিচার্স সেল। বুধবার দুর্গাপুর সিটিসেন্টার মিছিল করল বিজেপির ওই শিক্ষক সংগঠন। তারপর দুর্গাপুর মহকুমাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। সংগঠনের পক্ষে আসানসোল সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক বিকাশ বিশ্বাস জানান,' গত লোকসভা ভোটে এক শিক্ষকের অমানবিক মৃত্যু হয়েছিল। তাই তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়। তার সুনিশ্চত করতে হবে।' তিনি আরও বলেন,' পাশাপাশি রাজ্যে ২০২০ জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করতে হবে। শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি স্কুলে ২৪০ টাকা ভর্তি ফি রাখতে হবে। বর্ধিত করা চলবে না। দুঃস্থ পড়ুয়াদের নিখরচায় ভর্তি ও বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করতে হবে। কেন্দ্রের হারে বেতনক্রম চালু করতে হবে। সরকারি প্রচার কাজে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ব্যাবহার করা যাবে না। বদলির নামে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করা যাবে না। পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন পরিকাঠামো পুনর্গঠন করতে হবে।' তিনি আরও বলেন,' মহকুমাশাসকের কাছে দাবীর স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। দাবী সমূহ না মান্যতা পেলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।'

করোনাকালে ধারাবাহিক পরিষেবায় রাজ্য সরকারের প্রশংসায় বিশ্বব্যাংক

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : ফের আন্তর্জাতিক মহলের প্রশংসা কুড়োল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। করোনা পরিস্থিতি সত্বেও যেভাবে ঘরে ঘরে সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, বুধবার তার প্রশংসা করল বিশ্বব্যাংক ও ইউনিসেফ।

সাম্প্রতিক সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রাপকদের হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যার মধ্যে ছিল 'দুয়ারে সরকার', 'চোখের আলো', 'পাড়ায় সমাধান' এবং 'স্বাস্থ্যসাথী'। সরকারের দাবি, ঘোষিত এই চার নতুন প্রকল্পের সুবিধা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন কোটিরও বেশি রাজ্যবাসী। এদিন সেই সাফল্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার নবান্নে ভারচুয়াল বৈঠকে দুই আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভারচুয়ালি কথা বলেন। 'দুয়ারে সরকার' থেকে শুরু করে 'চোখের আলো' — সমস্ত প্রকল্পের কাজ নিয়ে নিজেদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ এবং সরকারি স্তরে কাজের প্রশংসা করেন তাঁরা।

তাঁর সাংবাদিক বৈঠকের মাঝেই ভিডিও কনফারেন্সে যোগাযোগ করা হয় বিশ্বব্যাংক এবং ইউনিসেফের দুই প্রতিনিধির সঙ্গে। বিশ্বব্যাংকের তরফে জুনেইদ কামাল আহমেদ যোগ দেন নবান্নের বৈঠকে। তাঁর মতে, করোনা কালেও রাজ্য সরকারের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে যেভাবে কাজ হয়েছে, তাতে উপকৃত হয়েছেন অন্তত ৯৫ শতাংশ সাধারণ মানুষ। একেবারে তৃণমূল স্তরে গিয়ে কাজ করার জন্যই এই সাফল্য বলে মনে করছেন তিনি।

এদিনের বৈঠকে যোগ দেন ইউনিসেফের এক প্রতিনিধিও। তিনি বলেন, রাজ্যের শিশুকন্যা এবং কিশোরীদের জন্য 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী'র মতো সরকারি সামাজিক প্রকল্পগুলির ব্যাপক সুফল পেয়েছেন বহু মানুষ, যা খুবই প্রশংসনীয়। তবে তাঁর পরামর্শ, ঠিকমতো সকলে এসব প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন কিনা, তা দেখার জন্য একটা নজরদারি দরকার। তাতে যেন ত্রুটি না ঘটে। তাহলে আরও উন্নত হবে সরকারি পরিষেবা। সকলের কাছে সহজে, স্বচ্ছভাবে তা পৌঁছনো সম্ভব হবে।

ফের অসম সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আসছেন ৭ ফেব্রুয়ারি

গুয়াহাটি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের অসম সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৩ জানুয়ারি উজান অসমের শিবসাগরে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ওইদিন জেরেঙাপথারে (জেরেঙা ময়দান) বিশাল জনসভায় গোটা রাজ্যের ১,০৬,৯০০ জন সুবিধাভোগী পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিপাট্টা প্রদান কর্মসূচির সূচনা করে গেছেন তিনি। এবার ফের ৭ ফেব্রুয়ারি অসম সফরে আসছেন বলে দলের এক সূত্রের খবর।

সূত্রটি বলেছেন, ওইদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী মধ্য অসমের বিশ্বনাথ জেলার বিশ্বনাথ চারিআলি শহর থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে পুরনো সাপ্তাহিক বাজারে একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শিলান্যাস করবেন। এছাড়া বিশ্বনাথ জেলার গহপুরে অপর আরেকটি কার্যসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে শুরু করোনার টিকাদান কর্মসূচি

ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার থেকে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো করোনার টিকাদান কর্মসূচি। গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। তিনি পাঁচজনের টিকাদান প্রত্যক্ষ করেন। কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে করোনার প্রথম টিকা নিয়েছেন রুনু ভেরোনিকা কস্তা নামের এক নার্স। তার পরে টিকা নিয়েছেন কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক আহমেদ লুৎফুল মোবেন, স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা, ট্রাফিক পুলিশ কর্মী দিদারুল ইসলাম ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরান হামিদ।

দেশের প্রথম টিকাগ্রহণকারী রুনু ভেরোনিকা কস্তাকে (দেশের প্রথম টিকা গ্রহণকারী) প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার ভয় লাগছে না তো?' উত্তরে রুনু বলেন, 'না'। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রশংসা করে বলেন, 'খুব সাহসী তুমি। তোমার জন্য শুভ কামনা। তুমি আরও বেশি করে রুগীদের সেবা কর।' টিকাদান কর্মসূচির সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। তাই যখন অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা টিকা উদ্ভাবিত হলো, আমরা বললাম যত দ্রুত এই টিকা নেওয়া যায়। আমি ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছিলাম ভ্যাকসিন কেনার জন্য।'

যাঁরা প্রথম দিন ভ্যাকসিন নিতে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা আশা করি এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাস থেকে দেশের মানুষ রক্ষা পাবে। দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ তারা এগিয়ে না আসলে এত কিছু করা সম্ভব হতো না। যারা করোনায় মারা গিয়েছেন, তাঁদের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করছি।' প্রথমদিন ২৫ জনকে করোনার টিকা দেওয়া হয়। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে করোনার টিকাকরণ শুরু হবে।

পরবর্তী দুটি স্টেন্ট বসানো হবে কিনা সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবার

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : গতবার যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তখন একটি স্টেন্ট বসানোর পরেই তার আরও দুটি স্টেন্ট বসাতে হবে বলে জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। এরপর বুধবার হটাৎ হাসপাতালে ভর্তি হলে তার আরও দুটি স্টেন্ট বসানো হবে কিনা তা নিয়ে বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে চিকিৎসকদের তরফে।

পরিবার সূত্রে খবর, গতকাল রাত থেকেই সামান্য অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বুধবার সকাল হতেই ফের বুকে ব্যথা অনুভূত হওয়ায় তড়িঘড়ি মুকুন্দপুরের অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাকে। প্রসঙ্গত তার একটি স্টেন্ট বসে ছিল বেশ কিছুদিন আগে। আরো দুটি স্টেন্ট বসাতে হবে বলেই জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। পরবর্তীকালে বসানো হবে বলে জানানো হয়েছিল। এদিন তার পরবর্তী দুটি স্টেন বসানো হবে কিনা তা নিয়ে আগামীকাল সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকরা। এখন স্থিতিশীল আছেন মহারাজ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সৌরভের ইসিজি হয়েছে। সেখানে সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর হৃদপিণ্ডে আরও স্টেন্ট বসানো হবে কিনা তা নিয়ে আগামিকাল সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সকালে সামান্য অস্বস্তি হলেও সৌরভ বর্তমানে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

খেলতে গিয়ে কুয়ো বানানোর পাট চাপা পড়ে শিশুর মৃত্যু

বাঁকুড়া, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : খেলতে গিয়ে কুয়ো বানানোর পাট চাপা পড়ে শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়া শহরের ইদগামহল্লায়।

জানা গেছে, বুধবার দুপুরে বাড়ি লাগোয়া সানে খেলতে গিয়ে ছিল তিন বছর বয়সী আব্দুল হামীদ আন্সারী।পাশেই মজুত ছিল কুয়ো বানানোর পাট সহ" সামগ্রী।শিশুটি ওই পাটে হাত দিতেই পাটটি তার গায়ে পড়ে যায় ও পাটে চাপা পড়ে। তাঁকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।শিশুটি তার মায়ের সাথে শালতোড়ার বাগডোবা থেকে মামার বাড়ি ঈদগাঁ মহল্লায় এসেছিল।এই ঘটনায় শিশুটির মা তমান্না পরভীন সহ পুরো পরিবার শোকে ভেঙে পড়েছে ন"।

বিলোনীয়ায়

● প্রথম পাতার পর

অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, মৃত নেপাল পালের বাড়ি ঋষ্যমুখ ব্লকের শিবপুর এডিসি ভিলেজের চবণ সিং পাড়াতে । ঘটনার খবর পেয়ে নেপাল পালের পরিবার ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। স্থানীয় বাসীদের অনেকের অভিমত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকত নেপাল পাল। এনিয়ে মাঝে মধ্যে সংসারে খুঁটিনাটি ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত। যদিওবা নেপাল পালের ছেলে দাবি করেন কোন ঝামেলা ছিসনা সংসারে। কি কারণে এমন অবস্থা হয়েছে নিজেও জানে না। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে নেপাল পালের ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে তদন্ত শুরু করে।

১০৩২৩

● প্রথম পাতার পর

থাকতো না। বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে তারাই লোক দিয়ে ওইসময় মামলা করেছিলো অশিক্ষক পদে চাকরি নিয়ে। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট বলেছে এতে কোনো বাধা নেই। এই বিষয়টি উল্লেখ করে মানিক সরকার বলেন, এই অশিক্ষক পদেইতো তাদেরক চাকরি দেওয়া যেতো। তাদেরকে যদি চাকরির ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তারাইতো আন্দোলন থেকে সরে আসবে। এদিন যা ঘটেছে তা মেনে নেওয়া যায় না। ২০১৭ সালের প্রসঙ্গ টেনে এবার পাল্টা দিলেন মানিক সরকার।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

ভর্তি করানো হয়। অনেককে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ডাঃ দিলীপ দাসের কারণে তাদেরকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভর্তি রাখা হচ্ছে না। এই বিষয়টি উল্লেখ করে গৌতম দাশ আরো বলেন, এই সময়ের মধ্যে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের আর ভর্তি করানো হচ্ছে না। এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, এদিন যা ঘটেছে তা এই রাজ্যের বুকে কখনোই ঘটেনি।

টিকাকরণ

আটের পাতার পর

টিকাকরণ শুরু হয়েছে। তা সফল করতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের রাজ্য সরকারও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ভারতবর্ষের সংবিধানকে বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধান হিসেবে বর্ণনা করে তিনি আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প রূপায়ণের পাশাপাশি রাজ্য সরকার জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যকে মডেল রাজ্য তথা সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সাব্রমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট ও লজিস্টিক হাব গড়ে উঠলে ত্রিপুরার উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস প্রমুখ।

করবুকে জাতীয় ভোটার দিবস

আটের পাতার পর

এল ডার্লং। অনুষ্ঠানে তিনি জাতীয় ভোটার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া আলোচনা করেন করবুক ব্লকের বিডিও ডেভিড এল হালাম, ডিসিএম রূপাঞ্জন দাস, নির্বাচন পরিদর্শক অজয় সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে জাতীয় ভোটার দিবসের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যপাল

আটের পাতার পর

করা হয়। এখন পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় ১.৭৮ লক্ষ বাড়িতে এবং শহর এলাকার ৯৮ হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পে।

রাজ্যপাল বলেন, ২০২০-এর ১৬ জানুয়ারি ভারত সরকার, মিজোরাম সরকার এবং ব্র জনজাতিদের মধ্যে একটি বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার ফলে দীর্ঘ ২৩ বছরের ব্রু শরণার্থী সমস্যার সমাধান হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৩৪ হাজার ব্রু শরণার্থীর পুনর্বাসন দেওয়া হবে ত্রিপুরায় এবং তাদের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার ৬০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে বোধজংনগর এবং আর কে নগর শিল্প নগরীর পরিকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে এবং সাব্রম ও আগরতলা-আখাউড়া রেল জংশনে আইসিপি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। দুটি নতুন সীমান্ত হাট স্থাপন করা হচ্ছে ধর্মনগর ও কমলপুরে। সাবুমে গড়ে উঠছে বিশেষ আর্থিক জোন (এসইজেড) এবং ফেণী নদীর উপর সেতু নির্মাণ শেষের পথে। এই সেতু নির্মাণ শেষ হলে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে ত্রিপুরায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যে ২০২০-র জুলাইয়ে হলদিয়া বন্দর থেকে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে আগরতলায় কার্গো কন্টেইনার পৌঁছেছে। আগরতলা-আখাউড়া রেল লাইনের কাজ ২০২১-এর মার্চের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। নিশ্চিন্তপুরে একটি রেল ইয়ার্ড তৈরি হচ্ছে এবং ফেণী ও বিলোনীয়ার মধ্যে রেল যোগাযোগ গড়ে তুলতে বিদেশ মন্ত্রক এবং রেল মন্ত্রক উদ্যোগ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রী বৈস আরও বলেন, এমবিবি বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ কাজ শেষের পথে। সোনামুড়ার কাছে শ্রীমন্তপুরে ২০২০-র ৫ সেপ্টেম্বর ভাসমান জেটি উদ্বোধনের মাধ্যমে ত্রিপুরা আভ্যন্তরীণ জলপথের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সড়ক যোগাযোগ ও জাতীয় সড়ক দপ্তরের মন্ত্রী সম্প্রতি ২৭৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯টি জাতীয় সড়ক ও ২টি সেতু নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এগুলির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং পরবর্তী বছর ৭, ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে আরও চারটি নতুন প্রকল্প শুরু করা হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরা পর্যটন নীতি ২০২০-২৫ তৈরি করা হয়। এতে পিপিপি মডেলে বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে। রাজ্য সরকার পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কাছে একটি ৫০০ কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। পর্যটনের বিকাশে ২০২০-এর ফেব্রুয়ারিতে ইন্দো-বাংলা পর্যটন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিলো এবং পর্যটন স্থানগুলির প্রচারেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০২০-র ৫ ডিসেম্বর মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী ট্রাস্টের পোর্টাল চালু করা হয়।

রাজ্যপাল বলেন, ১ জানুয়ারি, ২০২০ থেকে রাজ্যে ওয়ান ন্যাশন, ওয়ান রেশন কার্ড ব্যবস্থা চালু করা হয় যাতে ভোক্তারা যে কোনও রেশন দোকান থেকে তাদের রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেন। কোভিড-১৯ লকডাউন সময়ে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা, আত্মনির্ভর ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিনামূল্যে চাল, ডাল ইত্যাদি বন্টন করা হয়। দিনরাত উন্নতমানের বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে একটি ৪,৬০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর এলাকায়) বাস্তবায়নে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম এবং সারা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ত্রিপুরা উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত (ওডিএফ) রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এক্ষেত্রে উন্নততর মর্যাদা অর্জনের প্রয়াস চলছে।

দুর্ঘটনার কবল থেকে অল্পতেই রক্ষা পেল গোটা পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। যান দুর্ঘটনার কবল থেকে অল্পতেই রক্ষা পেল গোটা পরিবার। আবারো বড়োসড়ো যান দুর্ঘটনার কবলে থেকে রক্ষা পেল গোটা পরিবার। ঘটনা বক্সনগর ভেলুয়ারচর এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সকাল ১১ ঘটিকার সময় ভেলুয়ারচরস্থিত ডি এন বি আই ইটভাটা থেকে ইট বোঝাই করা একটি টি আর -০৭-বি ১৮৮২ নাম্বারের বোলেরো পিক আপ গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভেলুয়ারচর ৫ নং ওয়ার্ডের কাছাকাছি স্থানে এসে রাজেশ কুমার সাহা নামক ব্যাক্তির রাস্তা সংলগ্ন ঘরের মধ্যে গাড়িটি সরাসরি ঘরের বেড়া ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। আর তাতে ঘরের মধ্যে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় বাড়ির মালিকের। অল্পেতে রক্ষা পেল গোটা পরিবার। ঘরের মধ্যে শুধু ছিল বাড়ির গৃহবধূ। বাকিরা ঘরের মধ্যে ছিল না তাতেই রক্ষা পেল পরিবারটি। অনেকের মতে যদি রাত্রেবেলা এই দুর্ঘটনা ঘটতো তাহলে হয়তো গোটা পরিবারটি শেষ হয়ে যেত। ঘরের মধ্যে থাকা সুবা, টিভি,খাট সমস্ত কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এই ঘটনার খবর কলমচৌড় থানার পুলিশকে জানালে পুলিশ গিয়ে পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে। বাড়ির মালিক ও গাড়ির মালিকের সাথে কথাবার্তা বলে এই ঘটনার মীমাংসা করা হবে বলে এলাকার শুভবুদ্ধি মহল জানান। এই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচার হবে বলে জানান পুলিশ। তবে গাড়ির চালক পলাতক। মানুষ চিন্তা করে পাচ্ছে না গাড়িটি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রং সাইডে গিয়ে একটি বাড়ির ঘরের মধ্যে সরাসরি তোলে দেয়। এদিকে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি তারা যদি তাদের আসবাবপত্রের ক্ষতিপূরণ পায় তাহলে তারা থানায় কোন মামলা করবেন না। হতদরিদ্র এই গোটা পরিবার তিন ছেলে এক মেয়ে। বাড়ির মালিক রাজেশ কুমার সাহা পেশায় একজন কৃষক। এখন দেখার বিষয় এলাকার অভিজ্ঞ মহল তাদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিতে পারে কিনা।

লুট

● প্রথম পাতার পর

তরফ থেকে বিশালগড় থানার পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তবে চুরি যাওয়ার জিনিসপত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ প্রায় সময় ওই এলাকায় এধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে পুলিশের কাছে।

গোষ্ঠীর

● প্রথম পাতার পর

নিজ দলের সভাপতিকে কটাক্ষ করেছে। আর পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক বুধবার দলবল অনুগামী নিয়ে পুলিশ সদর দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলেন বীরজিৎ সিনহা। এদিন রাজধানীতে ১০৩২৩ এর আন্দোলন উচ্ছেদ নিয়ে ভোর থেকে পুলিশ প্রসাশন পুরোপুরিভাবে ব্যস্ত ছিল। সাধারণ মানুষের নজরও ছিল ১০৩২৩ এর দিকে।

মাঝে কংগ্রেসের আজব রাজনীতির আজব আন্দোলন সংগঠিত হয়ে গেলেও নজর ছিলোনা ঐদিকে। তবে এদিন রাজধানীর পুলিশকে দারুণ ভাবে বেগ পেতে হয়। একদিকে ১০৩২৩ কে ছত্রভঙ্গ করতে করতে গিয়ে পুলিশের কালঘাম ঝড়ে যায়। তার উপর বীরজিৎ সিনহার নেতৃত্বে কংগ্রেসের পুলিশ সদর দপ্তর ঘেরাও আন্দোলন।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে আহত অভিজিৎ মল্লিককে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সে বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

পাহাড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্মীরা সমাবেশে অংশ না নিতে হুমকি দিচ্ছে। তবে এই হুঙ্কার র‍্যালির উদ্দেশ্য হল দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি, বেকারদের কর্ম সংস্থানের অভাব, চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্যা সমাধান, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে, পেট্রোল ড্রিজেলের মুল্য অধিক। এগুলির বিরুদ্ধে এই কর্মসূচি বলে জানান তিনি।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত

আটের পাতার পর

সকাল ৯টায় পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক বিণয়ভূষণ দাস। পানিসাগর আরক্ষা প্রশাসনের কর্মীরা গার্ড অফ অনার ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিধায়ক বিণয়ভূষণ দাস প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ইতিহাস প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন।

মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর মহকুমা শাসক এল ডার্লং, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান লক্ষীকান্ত দাস, পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দাস ও বিবেকানন্দ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা দেশাত্ববোধক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। পানিসাগর গুরুকুল ইনস্টিটিউট এর ছাত্রীরা যোগা প্রদর্শন করেন। পানিসাগর মহকুমা প্রশাসন ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

কুমারঘাট : সারা রাজ্যের সাথে কুমারঘাট মহকুমাতেও ২৬ জানুয়ারি ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি পূর্ত ময়দানে যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অভিবাদন গ্রহণ করেন বিধায়ক ভগবান দাস।

পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাও বর্তমানে সরকারের নীতির সফল রূপায়ণের ফলে যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হ্যাপি দাস, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য শুভেন্দ দাস, মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তী, এসডিপিও গমনজয় রিয়াং, কুমারঘাট পুরপরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন অনামিকা মালাকার, প্রাক্তন ভাইস চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, কুমারঘাটের বিডিও মিঠুন দাস প্রমুখ। বিকালে পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে আয়োজিত হয় দেশাত্ববোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে জিলা সভাধিপতি অমলেন্দ দাস এবং বিধায়ক ভগবান দাস উপস্থিত ছিলেন। সকালে মূল অনুষ্ঠানের আগে সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সোনামুড়া : নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গতকাল সোনামুড়া মহকুমায় ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। সোনামুড়া নগর এলাকায় প্রভাতফেরীর মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্থানীয় স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন গ্রাউণ্ডে। সকাল ৯টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অভিবাদন গ্রহণ করেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস। আরক্ষা বাহিনী সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ অনুষ্ঠানে প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। এতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দেশাত্মবোধক সংগীত ও নৃত্য এবং সোনামুড়া জুডো অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রদর্শনীমূলক জুডো প্রদর্শিত হয়। সন্ধ্যায় সোনামুড়া টাউন হলে মহকুমা প্রশাসন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মোহনপুর : মোহনপুর মহকুমায় গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। সকাল ৯টা ১০ মিনিটে সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন আরক্ষা বাহিনীর জওয়ানগণ। অনুষ্ঠানে বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, মোহনপুর পুরপরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, মহকুমা শাসক প্রসূন দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী এবং সাংস্ক'তিক সংস্থার শিল্পীগণ দেশাত্মবোধক নৃত্য ও সংগীত, যোগা, পরিবেশন করেন। প্রজাতন্ত্র দিবসের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য, প্রীতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এই উপলক্ষে মহকুমায় অনাথ আশ্রম ও হোমের আবাসিক এবং হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এদিনে হেজামারা ব্লকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা। লেফুঙ্গা ব্লকে পতাকা উত্তোলন করেন বিএসি চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা। মোহনপুর ব্লকে পতাকা উত্তোলন করে মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা, বামুটিয়া ব্লকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিলা দাস সেন।

জিরানীয়া : জিরানীয়া মহকুমায় গতকাল ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি হয় বীরেন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে। সেখানে পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। আরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, বহু সংগ্রাম ও ত্যাগের ফলে আমরা গণতন্ত্র পেয়েছি। একে শক্তিশালী করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিল্পীগণ দেশাত্মবোধক নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করেন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত।

কাঞ্চনপুর : যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল কাঞ্চনপুর মহকুমাভিত্তিক ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়। কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মহকুমার মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং। এরপর তিনি কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী আরক্ষা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং বলেন, ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা ও অখণ্ডতা রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির রূপায়ণের মাধ্যমে দেশ দ্রতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের রোগী এবং উপসংশোধনাগারের আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন কর্মসূচির সূচনা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক হেমন্ত দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রমজিৎ শুক্লদাস সহ বিশিষ্টজনেরা। গণ্ডাছড়া : যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গতকাল গণ্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে উদযাপন করা হয় মহকুমাভিত্তিক ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস। মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক এল রাঞ্চল সহ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।জম্পইজলা : জম্পইজলা মহকুমায় উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গতকাল ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়। মহকুমা শাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জম্পইজলা বিএসি-র চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তিনি প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সঞ্জিৎ দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রি প্রসাদ দাস ও বিডিও বরুণ দেববর্মা। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে মহকুমায় ক্যইজ প্রতিযোগিতা, ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুবস্কৃত করা হয়।

স্বাস্থ্য শিবির

আটের পাতার পর

টিকাকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের গুরুত্ব, যক্ষা ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগের প্রতিরোধ বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীগণ আলোচনা করেন। স্বাস্থ্য শিবিরে ১৩ জন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোধ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা জার্নালিস্টস্ ইউনিয়নের সদস্য নিউজ টুডে চ্যানেলের বিলোনীয়ার সংবাদদাতা অশোক দাসগুপ্তকে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা মারধোর করে ও শারিরীক ভাবে নিগৃহিত করে। সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে তিনি জওয়ানদের রক্তাক্ত হন। প্রথমে তাকে বিলোনীয়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে আগরতলায় রেফার করা হয়। এই ঘটনায় ত্রিপুরা জার্নালিস্টস্ ইউনিয়ন নিন্দা জানিয়েছেন এবং আসাম রাইফেলস জওয়ানদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতেও নেওয়া হয়েছে।

এসইউসিআই'র নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ১০৩২৩ এর আন্দোলনরত শিক্ষকদের উপর পুলিশি কর্মসূচিকে নৃশংস বলে আক্ষায়িত করেছে এসইউসিআই। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সংগঠন দাবি করেছে, তাদের অবিলম্বে চাকুরির ব্যবস্থা করার।

কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন পোস্ট অফিস চোমুহনীর উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। সংগঠনের তরফ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বিভিন্ন শাখা সংগঠনের পতাকাও উত্তোজন করা হয়েছে।

ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

কৃষ্ণপুর, মধ্য কৃষ্ণপুর, মাইগঙ্গা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দীর্ঘদিন ধরেই বন্য দাঁতাল হাতির দল উন্মুক্ত তাণ্ডব চালাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে বহুবার ঐসকল এলাকাগুলিতে বনদপ্তর থেকে ক্যাম্প বসানোর কথা থাকলেও পরিকল্পনা বাস্তবের মাটি পাচ্ছে না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

শ্যালক

● প্রথম পাতার পর

হয় চাম্পাহাওয়র থানার পুলিশকে।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি হত্যা সংক্রান্ত সুনির্দৃষ্ট মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পারিবারিক কলহের জেরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জেলা শাসক

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে ২টি মামলা রুজু হয়েছে।

এদিন জেলা শাসক জানিয়েছেন, আজকের ঘটনায় চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-রা ৪টি গাড়ি ভাংচুর করেছে। এছাড়া একটি বাসেও তারা ভাংচুর করেছেন। ফলে পুলিশের কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তাঁর কথায়, ১৪৪ ধারা জারি হওয়ার পর কোনভাবেই একাধিক মানুষের সমবেত হওয়া আইনত দণ্ডনীয়। আন্দোলনকারী-রা আইন নিজেরাই ভেঙেছেন। তাঁর দাবি, গোয়েন্দা রিপোর্টে সাফ বলা হয়েছে আগামীকালও তাঁরা হিংস্র আন্দোলনে রাস্তায় নামবেন। তাই, ১৪৪ ধারা আরও ৪৮ ঘন্টার জন্য সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এদিনের ঘটনায় আহতদের সম্পর্কে আইজিএম হাসপাতালের মেডিকেল সুপারেনটিনডেন্ট বলেন, সকলেই সামান্য আঘাত পেয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু ৯ জন-কে চিকিৎসকদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তবে, তাঁদের অবস্থাও স্থিতিশীল বলে তিনি দাবি করেছেন।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে আরো পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান মোতায়েন করা হয়। সাথে জল কামান ও কাঁদানে গ্যাসের ব্যবস্থা রাখা হয়। এভাবে কিছুটা সময় চিৎকার চেঁচামেচি করে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের একাংশ আহত মহিলা-কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সুযোগে মুখ্যমন্ত্রী-র সরকারি আবাসনের দিকে ছুটে যান। তাঁদের দেখে অন্য আন্দোলনকারীরাও মুখ্যমন্ত্রী-র বাসভবনের ছুটে যান। তাতে, মুহুর্তের মধ্যে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পুলিশ তাঁদের আইজিএম চৌমুহনীতে আটকানোর চেষ্টা করে। তখন পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের পুনরায় ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। এই ঘটনায় আগরতলা শহর জুড়ে আতঙ্ক দেখা দেয়। প্যারেডাইস চৌমুহনী, আইজিএম চৌমুহনী সহ আশপাশের এলাকা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেয় পুলিশ।

এদিকে, আন্দোলনকারী-রা ক্রমশ মারমুখী হয়ে উঠেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করার জন্য এগিয়ে আসতে চাইলে পুলিশ বাধ্য হয়ে জল কামান ছুড়ে। তাতেও দমে যাননি আন্দোলনকারী-রা। তাঁরা জল কামানের গাড়ি আক্রমণের চেষ্টা করেন। তখন পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে। কিন্তু, অসাবধানতার কারণে কাঁদানের গ্যাসের প্রভাব দেখা দেয় পুলিশ এবং সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের মধ্যেও। আইজি আইন-শৃঙ্খলা অরিন্দম নাথ নিজেও কাঁদানে গ্যাসে আক্রান্ত হন। এদিন, আন্দোলনকারীদের রোষের শিকার হয়েছে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার শাশ্বত কুমার সদর মহকুমা শাসক চিরঞ্জীব চক্রবর্তী-র গাড়ি। চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-রা তাঁদের গাড়ি ভাংচুর করেছেন।

বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই থমথমে রয়েছে। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি-তে কয়েকজন আন্দোলনকারী আহত হয়েছেন। কারণ, পুলিশ আন্দোলনকারী-দের নিয়ন্ত্রণে আনতে অবশেষে মৃদু লাঠিচার্জ করেছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে দমকল বাহিনীর কর্মী-রা।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

আশপাশের এলাকাগুলিতে ওই দুই যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী দাবী জানিয়েছেন।

মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশের খামখেয়ালীপনায় হাতের নাগাল থেকে পালিয়ে গেলো নেশাকারবারীরা। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কুপিলং নোয়াতিয়া আজ বিকাল চারটায় এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে এক নেশাকারবারীকে আটক করে। পরবর্তী সময় এলাকাবাসী বিষয়টি মনপাথর ফাঁড়ী থানায় জানান। কিন্তু মনপাথর ফাঁড়ী থানার কর্তব্যরত আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা এই বিষয়ে কোনোপ্রকার কর্নপাত করেনি। অভিযোগের তীর আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের দিকে। আরক্ষা দপ্তরের কিছু সংখ্যক কর্মীদের সাথে নেশাকার বারীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। মনপাথর ফাঁড়ী থানার ওসি দীপু দের্বমা, শান্তিরবাজার থানার ওসি কমলেন্দু ধর ও শান্তির বাজার থানার গাড়ীচালক শিবু দেবনাথ শান্তিরবাজার মহকুমার বিভিন্নপ্রান্ত থেকে নেশাকারবারীদের থেকে মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করে নেশাকারবারীদের প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। যার ফলে শান্তিরবাজার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে নেশাকারবারীরা প্রতিনিয়ত রমরমা নেশার বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে কিছুসংখ্যক যুবক নেশাগ্রস্থ হয়ে দিন দুপুরে চুরির কাজে যুক্ত হচ্ছে। যার একটি চিত্র লক্ষ্য করা গেল আজ। এলাকাবাসী স্বতস্ফূর্তভাবে নেশাকারবারীদের আটক করে থানায় খবব দিলেও পুলিশ কর্তবাবুরা কর্নপাত করেননি। যার ফলে নেশাকারবারীরা এলাকাবাসীর হাতথেকে পালিয়ে যায়। নেশাকারবারীরা পালিয়ে গেলেও তাদের সঙ্গে থাকা টি আর ০৮ সি ৫২৮৪ নাম্বারের বাইক ঘটনাস্থলে রেখে পালিয়ে যায়। অবশেষে রাত্রিবেলায় মনপাথর ফাঁড়ী থানার এস আই দীপু দেববর্মা হেলেদুলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাইকটি থানায় নিয়ে যায়। আজকে নেশাকারবারীদের হাতের কাছে পেয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্যের হাত বাড়ীয়ে দেওয়ায় এলাকাবাসীদের মধ্যে ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে পুলিশের ভূমিকায়।

াঙ্গন

এবার প্রতিমাসেই মিলবে সেরার স্বীকৃতি, ক্রিকেটে আকর্ষণ বাড়াতে নতুন পুরস্কার চালু করছে আইসিসি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে নতুন পুরস্কার চালু করতে চলেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা জ্জঙ্খঙ্খ। এবার থেকে প্রতি মাসে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সেরা পুরুষ ক্রিকেটার এবং সেরা মহিলা ক্রিকেটারকে পুরষ্কৃত করা হবে। বুধবার জ্জঙ্খঙ্খ'র পক্ষ থেকে সরকারি বিবৃতিতে এমনটাই জানানো হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে, এবার থেকে প্রতি মাসের সেরা ক্রিকেটারদের হাতে 'আইসিসি মেনস প্লেয়ার অব দ্য মান্থ' এবং 'আইসিসি উইমেনস প্লেয়ার অব দ্য মান্থ' পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। এজন্য প্রাক্তন ক্রিকেটার, ব্রডকাস্টারস এবং সাংবাদিকদের নিয়ে একটি আইসিসি ভোটিং অ্যাকাডেমি তৈরি করা হয়েছে। তবে তাঁদের ভোটের সঙ্গে যুক্ত হবে ফ্যানেদের ভোটিংও। জানুয়ারি মাস থেকেই শুরু হবে এই পুরস্কার প্রদান।

জানা গিয়েছে, আইসিসি অ্যাওয়ার্ডস নমিনেশন কমিটি দুই বিভাগে সেই মাসের তিনজন সেরা পারফর্মারকে বেছে নেবেন। এরপর আইসিসির ভোটিং অ্যাকাডেমির সদস্যরা ভোট দেবেন। ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন আইসিসিতে রেজিস্টার্ড ফ্যানেরাও। সদস্যদের ভোট শেয়ার থাকবে ৯০ শতাংশ এবং ফ্যানেদের ১০ শতাংশ। সব মিলিয়ে ভোটে যে দু'জন জিতবেন তাঁদের নাম প্রতিমাসের দ্বিতীয় সোমবার ঘোষণা করা হবে। এখন দেখার প্রথম মাসে এই পুরস্কার কে পান?

এদিকে, অনন্য একটি রেকর্ডের মালিক হলেন আফগান ক্রিকেটার রশিদ খান। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দুটি পৃথক ওয়ানডেতে একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে ৪০ রান এবং চার উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন। ২০১৬ সালে বেলফাস্টে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এরপর ২৬ জানুয়ারি ফের একবার সেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেই এই নজির গড়লেন রশিদ।

ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের পরই আইপিএলের নিলাম, দিন ঘোষণা করল বিসিসিআই

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ১১ ফেব্রুয়ারি নয়। আইপিএলের ১৪তম সংস্করণের আগে মিনি নিলাম (জ্জঞ্চজ্র ঙ্ডত্বষ্ঠদ্রদ্র) পর্ব অনুষ্ঠিত হতে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি। বুধবার বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল নিলামের ভেন্যুও। বিসিসিআই জানিয়েছে, দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হওয়ার পরদিন চেন্নাইয়েই নিলাম পর্ব আয়োজিত হতে চলেছে।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারি আইপিএলের মিনি নিলাম পর্বের আয়োজন করা হবে। কিন্তু এরই মধ্যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট সিরিজের সূচি ঘোষিত হয়। দেখা যায় দু'দেশের মধ্যেকার প্রথম টেস্ট শেষ হচ্ছে ৯ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে ১৩ ফেব্রুয়ারি। এই সীমিত সময়ের মধ্যে নিলাম পর্ব শেষ করাটা কঠিন কাজ। তাই দ্বিতীয় টেস্টের পর নিলাম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হচ্ছে ১৭ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেস্টের মধ্যে প্রায় এক সপ্তাহ সময় আছে। তাই ১৮ ফেব্রুয়ারি নিলাম পর্ব সেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। আইপিএল টিমগুলো ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, কোন কোন ক্রিকেটারকে তারা ধরে রাখছে। বলে রাখা ভাল, ম্যাক্সওয়েল, ফিঞ্চ, মরিসরা ফের নিলামে উঠছেন।

মিনি নিলামের আগে সবচেয়ে বেশি ৫৩.২০ কোটি টাকা আছে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হাতে। আরসিবির হাতে আছে ৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। কেকেআর এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হাতে সবচেয়ে কম ১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট আছে। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে আইপিএলের ট্রেড ইউনডো খোলা আছে। যাতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি নিজেদের মধ্যে ক্রিকেটার আদান প্রদান শুরু করেছে।

ইতিমধ্যেই রাজস্থান রয়্যালস থেকে রবিন উথাপ্পাকে কিনে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। দিল্লি থেকে ডানিয়েল সামস এবং হার্সল প্যাটেলকে কিনে নিয়েছে আরসিবি।

নিলামের দিন এবং ভেন্যু ঠিক হয়ে গেলেও আগামী আইপিএল শেষ পর্যন্ত কোথায় হবে, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়।.যদিও বোর্ডের এক কর্তা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী আইপিএল ভারতেই আয়োজন করার চেষ্টা করছে বিসিসিআই। বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবলভাবে চান, ভারতে আগামী আইপিএল করতে। সেই সঙ্গে মাঠে দর্শক ফেরানো যায় কিনা সেটাও ভেবে দেখছে বিসিসিআই)।

বিপাকে বিরাট, ভারত অধিনায়ককে আইনি নোটিস পাঠাল কেরল হাই কোর্ট

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বিপাকে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি)। আগামী মাসেই ফের ক্রিকেটে ফিরছেন বিরাট। তবে তার আগেই তাঁকে আইনি নোটিস পাঠাল কেরল হাই কোর্ট। অনলাইন রামি গেমটির সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিরাটকে এই নোটিসটি পাঠানো হয়েছে। শুধু বিরাট নন, অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া এবং অভিনেতা আজু ভারঘেজেকেও সেটি পাঠানো হয়েছে।

অনলাইন রামি খেলতে গিয়ে ২১ লক্ষ টাকা হারিয়ে আত্মহত্যা করেন কাট্টাক্কাদা অঞ্চলের এক বাসিন্দা। যার পর থেকে কেরল সরকার জানিয়ে দেয়, রাজ্যে এমন অনলাইন জুয়া বা রামির খেলার ওয়েবসাইটগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। এরপরই আদালতে পিটিশন জমা দেন আইনজীবী পওলি ভাদাক্কানে। সেই মামলার শুনানিতেই কেরল হাই কোর্ট এই নোটিস পাঠাল।

পওলি ভাদাক্কানের দাবি, অনলাইন জুয়া বা রামির জালে ফেঁসে গিয়ে অনেক নিম্নমধ্যবিত্ত বা দরিদ্র লোকেরা আত্মহত্যা করছেন। আবার তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও অনলাইন রামি বা জুয়া খেলার প্রবণতা দিনের পর দিন আরও বাড়ছে। আর তারকারা এমন সমস্ত অনলাইন রামি ওয়েবসাইট প্রোমোট করছেন বলেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ আরও বাড়ছে। ফলে অনলাইন রামি ওয়েবসাইটের অধিকাংশ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডরদেরই আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে যাতে তাঁরা এমন সমস্ত ওয়েবসাইট প্রোমোট করা বন্ধ করেন। যদিও এই আইনি নোটিস প্রসঙ্গে বিরাট অবশ্য এখনও কোনও মন্তব্য করেননি।

তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও বিতর্কে জড়িয়েছেন বিরাট। অনলাইনে ফ্যান্টাসি ক্রিকেট বা ক্রিকেটের বেটিং অ্যাপগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য গত বছর নভেম্বরে কোহলি, বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেতা প্রকাশ রাজ, তামান্না ভাটিয়াকে নোটিস পাঠিয়েছিল মাদ্রাজ হাই কোর্ট।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: I4/EOM/2020-21

The Executive Engineer, Kumarghat Division PWD (R&B), Kumarghat Unakoti Tripura invite on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 10-Q2-2(A21 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	Estimated Cost	Earnest Money	Time For Completion	Last Date And Time For Document Downloading And Bidding	Time And Date Of Opening Of Bid	Document Downloading And Biding Atapplication	Class Of Bidder
1	Replacement of Existing SPT- bridge No-1 by RCC Bridge over Juricherra on MDF road to Laljuri road at ch. 0.10 Km during the year 2020-21/ SH:-Construction of Approach road of RCC Bridge by Earth filling, Brick soling etc. DNIT NO: 22/EE/KD/2020-21	Rs 24,09,220.00	Rs. 24,092.00	3(three)Month	Up to15.00Hrs on10-02-2021	At 16.00 Hrs on10-02-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate class

Eligible bidders shall participate in bidding only In online through websitehnslitliouratenders.govdn, Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The c-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically over the online payment facilAy provided in the portal any time after start date of bid submission and before bid submission end dale using Net Banking facility by the bidders. The Bid Fee of Rs. 1000.00 (Rupees one thousand) only, to be paid electronically over the Online Payment facility is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue. Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Executive engineer, PWD (R&B), Kumarghat Division and the same shall be accessible by intending Biadey through website http_Otripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to eepwdkumarghateDimail.corvi

Executive Enginee
Kumarghat Division, PWD (R&B)
Kumarghat Unakoti Tripura

ICA/C-2926/2020-21

PRESS NOTICE INVITING TENDER No:- 12/EE/DWS/KMP/2020-21 Dt:- 19/01/2021.

Separate sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from enlisted Contractor's/ Firms of Tripura PWD / TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other state PWD and firms in FORM No. 7 (seven) for the following works up to 3.00 pm on 12/02/2021.

SL No	Name of work	Estimated Cost	Earnest money	Time of completion
1.	DNIT NO. 40 /EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 401397/-	Rs. 4014/-	03(three) Months
2.	DNIT NO. 41 /EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 4,96,702/-	Rs. 4,967/-	01(one) Year
3.	DNIT NO. 42 /EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 4,76,465/-	Rs. 4,765/-	01(one) Year
4.	DNIT NO. 43/EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 4,76,465/-	Rs. 4,765/-	01(one) Year
5.	DNIT NO. 44 /EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 4,87,216/-	Rs. 4,872/-	01(one) Year

Last date for submission of application for tender form is:- 06/02/2021 & last date of tender form issue is upto:-10/02/2021 and Tender Dropping Date is upto 3.00PM on 12/02/2021.

All details can be seen in the office of the undersigned. Tender limn can be obtained & may also be dropped in Agartala, DWS Division-I and Rig Division Agartala.

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
.Executive Engineer,
DWS Division, Kamalpur
Dhalai Tripura

ICA/C-2932/2020-21

আয়োজিত হল এএফসি কাপের ড্র, কঠিন গ্রুপে এটিকে মোহনবাগান

আয়োজিত হল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স কাপ এবং কাপের ড্র। বুধবার কুয়ালালামপুরে ভারচুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ড্র'টি আয়োজিত হয়েছে। ভারত (জ্জদ্রত্মখ) থেকে এফসি গোয়া প্রথম দল হিসেবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স কাপের মূলপর্বে খেলবে। অন্যদিকে, এএফসি কাপে অংশ নেবে এটিকে মোহনবাগান এবং বেঙ্গালুরু এফসি। বেঙ্গালুরুকে প্লে-অফে খেলতে হলেও মোহনবাগান গত মরশুমে আই লিগ জেতায়, সরাসরি মূল পর্বে খেলবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। হাবাসের দল রয়েছে গ্রুপ ডি-তে। ড্র অনুযায়ী, গ্রুপ ডি-তে এটিকে মোহনবাগান ছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস, মালদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব। এছাড়া চতুর্থ স্থানে থাকবে প্লে-অফ থেকে যোগ্যতা অর্জনকারী দল। আর সেই দলটি সুনীলদের বেঙ্গালুরু হতে পারে। কারণ, গত আইএসএলে তিন নম্বরে থাকায় এএফসি কাপের প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা। তবে তা স্পষ্ট জানা যাবে চলতি বছরের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান জোন কোয়ালিফায়িং প্লে-অফের পরেই। ড্র দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এএফসি গ্রুপ পর্বের খেলা মোটেই সহজ হবে না এটিকে মোহনবাগানের জন্য। কারণ গ্রুপের দুই প্রতিপক্ষ বসুন্ধরা ও মাজিয়া এমনিতেই বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ। তার উপর বেঙ্গালুরু যুক্ত হলে লড়াই আরও কঠিন হবে হাবাসের ছেলেদের পক্ষে।

২০ দিনের মধ্যেই ফের অসুস্থ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বুকে ব্যথা নিয়ে ভরতি হাসপাতালে

ফের অসুস্থ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার দুপুরে তিনি আচমকা অসুস্থ বোধ করেন। বুকে ব্যথা অনুভব করেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি। ঝুঁকি এড়াতে তাঁকে বাইপাসের ধারে অ্যাপোলো হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সপ্তাহ কয়েক আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সৌরভ। উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল তাঁকে। শরীরে বসে একটি স্টেন্ট। ৭ জানুয়ারি তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার পর থেকে মহারাজের শারীরিক পরিস্থিতি স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু বুধবার ফের ছন্দপতন। ২০ দিনের মধ্যেই ফের তাঁর অসুস্থতা উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলল।

পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাত থেকেই শরীর ভাল ছিল না প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের। এরপর বুধবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থতা বাড়তে থাকে। বুকে ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন তিনি। সময় খরচ না করে চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভরতি করানোর সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। উডল্যান্ডসের পরিবর্তে তাঁকে এবার নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাপোলোয়। কারণ, সৌরভকে আগে চিকিৎসা করা ডাঃ আফতাব খান এই মুহূর্তে অ্যাপোলো হাসপাতালে রয়েছেন। এজেসি বোস রোডে যানজটের কারণে গ্রিন করিডর করে সৌরভকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যে চিকিৎসকরাও তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন বলে খবর।

সূত্রের খবর, ডাঃ আফতাব খানই তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে। চিকিৎসকদলে রয়েছে ডাঃ সরোজ মণ্ডল ও ডাঃ সপ্তর্ষি বসু।

চলতি মাসের ৩ তারিখ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বিসিসিআই সভাপতি। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত বলে জানান চিকিৎসকরা। তাঁকে সুস্থ করে তুলতে একটি স্টেন্ট বসানো হয়। আরও দুটি স্টেন্ট বসানোর কথা ছিল ধাপে ধাপে। স্টেন বসানোর পর দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন সৌরভ। যাবতীয় রিপোর্ট দেখার পর ৭ জানুয়ারি তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়িতে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিলেন তিনি। কিন্তু বুধবার দুপুরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভরতি হতে হল মহারাজকে। খবর শুনে উদ্বিগ্ন তাঁর অনুরাগী মহল। সৌরভের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন সবাই।

ইব্রা নায়ক, খলনায়কও

কোপা ইতালিয়ার কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। তাতে আর যা—ই হোক না কেন, ডার্বির উত্তেজনা ফিরেছে ষোলো আনা। এককালে বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় ডার্বি ম্যাচের পরিচিতি পাওয়া 'মিলান ডার্বি' কয়েক বছর ধরেই রং হারিয়েছিল, সেটা দুই দলের পড়তি ফর্মের কারণেই। গত রাতে মিলান ডার্বি যেন তার সেই আগের রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে ফিরে এসেছিল। আর তাতে শেষ হাসি হেসেছে ইন্টার মিলান। মিলানকে ২-১ গোলে হারিয়ে উঠেছে সেমিফাইনালে।

ওদিকে ম্যাচের শুরুর দিকে গোল করে যথারীতি দলের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়া জাতান ইব্রাহিমোভিচ পরে লাল কার্ড দেখে দলের বিপদ বাড়িয়েছে, হয়েছেন খলনায়ক। ম্যাচের একদম শেষ দিকে যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক থেকে গোল করে দলকে মহামূল্যবান এক জয় এনে দিয়েছেন ড্যানিশ মিডফিল্ডার ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন। দলকে এনে দিয়েছেন মিলান শহরে 'দাদাগিরি' করার লাইসেন্স! প্রথম থেকেই গোলের সুযোগ পেয়েছে দুই দল। রোমেলু লুকাকু, রাফায়েল লিয়াও, ইব্রাহিমোভিচগোল করতে পারেননি, নয়তো শুরুতেই বেশ কয়েকটা গোল দেখা যেত ম্যাচে। ইন্টার তুলনামূলক ভালো খেলছিল, কিন্তু প্রথমে এগিয়ে যায় এসি মিলানই। ইব্রাহিমোভিচের ডান পায়ের দুর্দান্ত প্লেসিংয়ে ৩০ মিনিটে এগিয়ে যায় মিলান। ইন্টারের বর্ষীয়ান গোলরক্ষক সামির হান্দানোভিচ নড়ার সুযোগও পাননি। ক্লাব ক্যারিয়ারে এটা ইব্রার ৪৯৯তম গোল।

তবে প্রথমার্ধের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন এটা নয়; বরং দুই দলের দুই মহারথীর দ্বৈরথ' ফুটবলপ্রেমীরা দেখেছে এই অর্ধেই। লুকাকুকে করা একটা ফাউলকে কেন্দ্র করে মাঠের মধ্যে বচসায় জড়িয়ে পড়েন দুদলের দুই মূল তারকা ইব্রাহিমোভিচ ও লুকাকু। প্রায় হাতাহাতি হয়েই যাচ্ছিল। দুজন দুজনের মা-স্ত্রীকে জড়িয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালিও করেছেন কিছুক্ষণ। শেষমেশ দুজনকেই হলুদ কার্ড দেখিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন রেফারি।

দ্বিতীয়ার্ধে আস্তে আস্তে ম্যাচ মিলানের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করে। সার্বিয়ান সেন্টারব্যাক আলেকসান্দর কোলারোভকে অন্যায়ভাবে ফেলে দেওয়ার জন্য আরেকটা হলুদ কার্ড দেখেন ইব্রাহিমোভিচ। দুই হলুদ কার্ড দেখার ফলে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। অর্থাৎ ম্যাচের তিন ভাগের এক ভাগ সময়ের চেয়েও বেশি একজন কম নিয়ে খেলেছে এসি মিলান। এরপর মিলানের ওপর আরও জাঁকিয়ে বসে ইন্টার।

৭০ মিনিটে মিলানে নতুন আসা মিডফিল্ডার সোয়ালিহো মেইতে ডি-বক্সের মধ্যে ফাউল করে বসেন ইন্টারের ইতালিয়ান মিডফিল্ডার নিকোলো বারেল্লাকে। সেখান থেকে পাওয়া পেনাল্টিতে দলকে সমতায় ফেরান লুকাকু।

সডনিতে বর্ণবিদ্বেষের শিকার টিম ইন্ডিয়া, স্বীকার করেও অভিযুক্তদের 'ছাড়' ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার

মহম্মদ সিরাজকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করা 'অপরাধী' দর্শকদের খুঁজেই পেল না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া! বুধবার আইসিসির কাছে বর্ণবিদ্বেষের ঘটনার প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট পেশ করেছে অজি বোর্ড। আইসিসিকে (জ্জঙ্খঙ্খ) দেওয়া রিপোর্টে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া স্বীকার করে নিয়েছে, সিডনিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকাদের বর্ণবিদ্বেষের শিকার হতে হয়েছে। অথচ, মহম্মদ সিরাজকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করার অপরাধে যে ছ'জন দর্শককে সিডনি মাঠ থেকে বার করে দিয়েছিল নিরাপত্তাকর্মীরা, সেই ছ'জনকেও মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (ঙ্খহ্ৰত্বদ্ধত্রষ্ঠ ঙ্ডল্পষ্ঠন্থখল্প্খ) তদন্তকারীদের মতে, সেই ছ'জন আসল অপরাধী নন!

অজি বোর্ডের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে,"ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া নিশ্চিত যে, সিডনিতে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছেন ভারতীয় দলের সদস্যরা। ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ, টিকিটের তথ্য, বিভিন্ন সাক্ষাতকার এবং দর্শকদের সঙ্গে কথা বলে এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তাঁদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।'' অজি ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে যারা যারা যুক্ত তাঁদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অস্ট্রেলিয়া বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে,"এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া 'জিরো টলারেন্সে'র নীতিতে বিশ্বাসী।'' বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আয়োজক হিসেবে ভারতীয় দলের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছে অজিরা। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে যে ছ'জন দর্শকের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের ছাড় দেওয়া হল কেন? ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার দাবি, প্রাথমিক তদন্তের পর নাকি তাঁরা নিশ্চিত, ওই ছ'জন বর্ণবিদ্বেষের সঙ্গে যুক্ত নন।

প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে সিডনি টেস্ট চলাকালীন বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয় সিরাজকে। এক দিন নয়, পরপর দু'দিন। 'বাদামি কুকুর' বলে ডাকা হয় ভারতীয় পেসারকে। যার পর সিডনি মাঠ থেকে ছ'জন দর্শককে বার করে দেওয়া হয়। অপরাধীদের শাস্তি দিতে বসে তদন্ত কমিটি বসায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বুধবারই আইসিসির (জ্জঙ্খঙ্খ) কাছে নিজেদের তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু তাঁদের দাবি, তদন্ত প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। তাই এখনও শনাক্ত করা যায়নি অপরাধীদের। প্রশ্ন উঠছে, সিডনি টেস্টের পর প্রায় ২০ দিন কেটে গেলেও কেন অপরাধীদের শনাক্ত করা গেল না।

নেইমারদের 'ব্যর্থ' কোচকেই ত্রাতা মানল চেলসি

ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের উত্তরসূরি হিসেবে চেলসি চাচ্ছিল জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারেন এমন একজনকে। বারবারই উঠে এসেছে পিএসজির সাবেক কোচ টমাস টুখেল, লাইপজিগের বর্তমান ও সাবেক দুই কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান ও রালফ রাংনিকের নাম।

শেষমেশ টুখেলকে ভরসা মানল চেলসি। মাত্র ৩১ দিন আগে যে ম্যানেজারকে ছাঁটাই করেছিল পিএসজি, সে ম্যানেজারকেই এখন ত্রাতা মানছে ইংলিশ ক্লাবটি।

এর মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগের খবর জানিয়ে দিয়েছে চেলসি।

আপাতত ১৮ মাসের চুক্তিতে চেলসিতে যোগ দিচ্ছেন টুখেল। ভালো পারফরম্যান্স দেখালে এই চুক্তি আরও এক বছর বাড়বে, এমন সুযোগ আছে। নিজের সঙ্গে আরও তিনজন কোচিং সদস্য নিয়ে আসছেন টুখেল।

জার্মান ক্লাব মাইঞ্জের কোচ হিসেবে প্রথমে নাম করেছিলেন টুখেল। তখন তিনি স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন আরেক জার্মান ম্যানেজার ইয়ুর্গেন ক্লপের। পাঁচ বছর মাইঞ্জে থাকার পর আবারও ক্লপের ফাঁকা জায়গায় বসতে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের কোচ হয়েছিলেন টুখেল।

সেখানে দৃষ্টিনন্দন ফুটবল খেলিয়ে সবার নজর কাড়েন। লিগ না জিতলেও একবার জার্মান কাপ জিতেছিলেন টুখেল। দুই বছর ডর্টমুন্ডে থাকার পর ছাঁটাই হন এই কোচ।

২০১৮ সালের মে মাসে স্প্যানিশ ম্যানেজার উনাই এমেরির জায়গায় নেইমার-এমবাপ্পেদের কোচ হিসেবে পিএসজিতে যোগ দেন তিনি। গত মৌসুমে দলকে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালেও তুলেছিলেন। যদিও শিরোপা জিততে পারেননি শেষমেশ। চ্যাম্পিয়নস লিগ না জিততে পারলেও ফ্রান্সের ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় বেশ সফল ছিলেন টুখেল। দুবার লিগ জিতেছেন, ফরাসি কাপও জিতেছেন দুবার।

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed quotations are hereby invited from the interested, reputed and experienced coaching institutions located at Agartala for imparting coaching to SC students who are interested to appear in Type 81,Short Hand during the year 2619-2020.

Eligibility criteria of institutions along with other terms and conditions are available in the website www.sew.tripura.gov.in

Last date for submission of Notice Inviting Tender (NIT) is 3" February, 2021 at 4.00 P.M (on all working days) in the tender box put for the purpose in the office of the Director for Welfare of Scheduled Castes, Pandit Nehru Complex, Gurkhabasti, Agartala and NIT will be opened on the same day, that is on 3" February, 2021 at 4.00 P.M, if possible. No NIT will be entertained after the stipulated date and time.

The interested institutions may submit their tender along with information as described & sought in the advertisement either in person or by post addressed to the Director, Directorate of Welfare for Schedule Castes, Pandit Nehru Complex, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura-799006.

The decision of the Scheduled Caste Welfare Department, Govt. of Tripura shall be final and binding in this regard. For details communication may be made through E-mail ID: dir.scw-tr(i4gov.in/ directorscwAgmail.com and Tel. Ph. No. (0381)-232-.3363/232-4134.

S/d - illegible
(Santosh Das) Director fir Welfare of SCs Goverrpent of Tripura

ICA/C-2943/20-21

Educational Notification

This-is for information to all concerned that the following seats were surrendered after the Admission process of Extended Mog-up round counseling of GNM & ANM Candidates for the GNM & ANM Training Courses under Government of Tripura for the academic session 2020- 2021. The Off-line Counseling will be held on 29th January 2021, Friday at 11 am, at the office Premises of the Directorate of Medical Education, Govt. of Tripura, Dr. P.B.Das Memorial Building, Bidurkarta Chowmuhani, Agartala. GNM (Female) Training Courses for the academic session 2020-2021

Name of the Institution	No of vacant seat	UR	ST	SC
Nurses Training Institute, Agartala	GNM (Female) 1	1	Nil	Nil

ANM Training Course for the academic session 2020-2021

Name of the Institutions	No. of vacant Seat	UR	ST	SC
ANM Training Institute, Santir Bazar, South Tripura	1 No.	1	Nil	Nil

Now, the Off-line Counseling will be held on 29/01/2021 Friday at 11AM, in the Office of the Directorate of Medical Education, DR. PB Das Memorial Building, Bic-Jakarta Chowmuhani, Agartala for distribution of those remaining seats in connection with Admission to GNM & ANM Training Courses for the Academic session 2020-2021. As such the interested eligible GNM (Female) & ANM (UR) Registered Candidates will be invited to attend the Off- line Counseling where the remaining seats will be distributed to eligible candidates according to the Merit list as per scheduled date & time with original documents of i) Madhyarnik Admit Card, ii) HS+2Stage passed Mark sheet. iii) PRTC, iv) 4 copy of passport size photograph, v) registration ID. In this Off-line Counseling 2 (two) No.s seats will be distributed as per common merit list.

(Prof Ch moy Biswasti)
Director of Medical Education
Government of Tripura, Agartala

ICA/D-1350/2020-21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভর ও আদর্শ রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে : রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভর ও আদর্শ রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্বেও সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। আজ আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে একথা বলেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব ও রাজ্য সরকারের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ। এই উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে এবং সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যবাসীর কল্যাণে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার জনসংখার শতাংশের বেশি মানুষ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং রাজ্যের জিএসডিপি-তে এই ক্ষেত্রের ১৭ শতাংশ যোগদান রয়েছে। শস্য বৈচিত্র্য আনতে এবং কৃষকদের আয় বাড়াতে হাইব্রিড ভুট্টা ও উরদ ডাল চাষের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। স্বসহায়ক দলগুলির উপার্জন বাড়াতে মেশিনারি ব্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত ১৫ হাজার হেক্টর এলাকায় অর্গানিক ফার্মিং করা হচ্ছে। ২০২০-২১-এর খারিফ মরশুমে ২.০৬ লক্ষ কৃষককে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে এবং রবি মরশুমে আরও ৭০ হাজার কৃষককে এই বীমা যোজনার অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। পিএম কিষাণ-র আওতায় ২.২৬ লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্টে ২৭১ কোটি টাকা জমা পড়েছে। সমস্ত কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ৫০ হাজার ভূমিহীন বর্গাদার কৃষককে নাবার্ড থেকে বিশেষ ঋণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, সরকার বাঁশ, চা, রাবার ও উদ্যানজাত সম্পদের ভ্যালু এডিশনে গুরুত্ব দিয়েছে। তিন জেলায় সোলার কুলিং রুম তৈরি করা হয়েছে এবং আনারস-এর যোগান সারা বছরব্যাপী নিশ্চিত রাখতে কেমিক্যাল স্ট্যাগারিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ সময়ে ধাপে ধাপে ৬৫ হাজার হেক্টর জমিতে মুখ্যন্তী নিশ্চিত সেচ কর্মসূচিতে সেচের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। রাবার শিট-এর গুণমান বাড়াতে রাজ্য সরকার স্মোক হাউস নির্মাণের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে যাতে উৎপাদকদের আয়ও বৃদ্ধি পায়। ২০১৯-২১ বছরে রাজ্যে ৭৭ হাজার টন মৎস্য উৎপাদিত হয়। এই উৎপাদন আরও বাড়িয়ে রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর করতে বায়োফ্লেক ও ফেজ কালচার পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাণীপালন ক্ষেত্রে ২৫.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

রাজ্যপাল বলেন, দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াতে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গাধেন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রী বাছুর উৎপাদন বাড়ানো হবে। ডিমের উৎপাদন বাড়াতে হাঁস পালন ও ব্যাকইয়ার্ড পোস্ট্রিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০১৭- ১৮ বছরে ডিমের গড় যোগান ছিলো ৬৭টি, এখন তা হয়েছে ৭৯টি, যা নাকি জাতীয় গড়ের সমান। মাংস উৎপাদনে রাজ্য ইতিমধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। রাজ্যপাল বলেন, জীবিকা অর্জনের পথ খুলে দিতে এবং গ্রামীণ মানুষের মধ্যে স্বনির্ভরতার মানসিকতা জাগাতে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হবে। এই প্রকল্পে মূলত কৃষি, উদ্যান চাষ, মৎস্য চাষ ও প্রাণী পালনে সহায়তা দেওয়া হবে। ২০২২ সালের মধ্যে বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিতে ২০১৮ সালে অটল জলধারা মিশন চালু ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ধলাই জেলায় গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। জেলার কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত মূল আনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তিনি বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, সাব্রুমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি সাবুমে মৈত্রী সেতু সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের এক নতুন দিক উন্মোচিত হবে। সাব্রুম হয়ে উঠবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির করিডোর। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার হচ্ছে জনতার সরকার। সাধারণ মানুষের উন্নয়নে বহুমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রজাতন্ত্র দিবসের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে ধলাই জেলার জেলাশাসক গোবেকার ময়ূর রতিলাল, পুলিশ সুপার কিশোর দেববর্মা ও বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পানিসাগরে জাতীয় ভোটার দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সারা রাজ্যের সাথে পানিসাগর মহকুমায় ২৫ জানুয়ারি পানিসাগর টাউন হলে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হয়। পানিসাগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আঞ্চলিক শারীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দেবদুলাল বৈদ্য। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিসি প্রদীপ দেববর্মা, ডিসি নুরুজ্জামান ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানিসাগর মহকুমা শাসক এল ডার্লং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ তাদের বক্তব্যে জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। এদিন অনুষ্ঠানের অতিথিরা মহকুমা এলাকার নতুন ভোটারদের হাতে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে নতুন ভোটার সহ সকলকে জাতীয় ভোটার দিবসের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন নির্বাচনে কর্তব্য পালনে বিশেষ অবদানের জন্য সুপারভাইজর, বিএলও এবং অন্যান্য কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে পথিক নাট্য সংস্থা নাটক মঞ্চস্থ করে।

জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটা ঐতিহ্য রয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটা ঐতিহ্য রয়েছে। তার বৈচিত্র্যময় রূপ সবাইকে মুগ্ধ করে। জনজাতিদের ক'ষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পরিকল্পনা। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। এডিসি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। উল্লেখ্য, ২৫ জানুয়ারি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৮ জেলার ৮টি জনজাতি লোকনৃত্য দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মামিতা নৃত্য দল, দ্বিতীয় হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার হজাগিরি নৃত্য দল এবং তৃতীয় হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাংগ্রাই নৃত্য দল।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আরও বলেন, ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। এরজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৬০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। জনজাতিদের কর্মসংস্থানে এমজিএন রেগায় আগের তুলনায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্থায়ী সম্পদ তৈরিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বেকার ছেলেমেয়েরা যাতে ফুলচাষের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর হতে পারে সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছে। তাছাড়াও ই-পিডিএস সিস্টেম, ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড, অটল জলধারা মিশন, সৌভাগ্য যোজনা, আয়ুমান যোজনা, কিষাণ সম্মাননিধি প্রভৃতি প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সচেষ্ট রয়েছে সরকার। তিনি আরও বলেন, ছেলেমেয়েরা যাতে আইএএস কিংবা আইপিএস পরীক্ষায় বসার জন্য কোচিং নিতে পারে সেই লক্ষ্যে 'লক্ষ্য যোজনা' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হয়। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব থাঙগা ডার্লং, প্রয়াত বেণীচন্দ্র জমাতিয়া ও সত্যরাম রিয়াং-র পদ্মশ্রী খেতাব লাভ রাজ্যকে জাতীয় স্তরে গর্বিত ও সম্মানিত করেছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, জনজাতিদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের নামে আগরতলা বিমানবন্দরের নামকরণ করা হয়েছে। তাছাড়াও তাঁর জন্মদিন ১৯ আগস্টকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, লেম্বুছড়াতে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জনজাতি সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিলংয়ে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০ শয্যার জনজাতিদের জন্য বিশ্রামাগার ও আবাসিক গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব সিকে জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ বিজয়ী দলগুলির হাতে ট্রফি, শংসাপত্র ও কম্বল তুলে দেন।

সত্যরাম রিয়াং পদ্মশ্রী খেতাব পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পদ্মশ্রী খেতাব পাওয়ায় সত্যরাম রিয়াংকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। হজাগিরি নৃত্যের প্রসারে বিশেষ অবদানের জন্য সত্যরাম রিয়াংকে এবার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার দশমী রিয়াং পাড়ার সত্যরাম রিয়াং পদ্মশ্রী খেতাব পাওয়ায় রাজ্যবাসী গর্বিত। গতকাল দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস (দত্ত), সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস ও শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা শান্তিরবাজার মহকুমার দশমী রিয়াং পাড়ায় সত্যরাম রিয়াং-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

তাছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সিনিয়ার ইনফরমেশন অফিসার বিশ্বজিৎ দেব শ্রী রিয়াং-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। উল্লেখ্য, সত্যরাম রিয়াং হজাগিরি নৃত্যের বিকাশ ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি দশমী রিয়াং পাড়ায় হজাগিরি ডান্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দীর্ঘদিন দশমী রিয়াং পাড়া লোকরঞ্জন শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ও তাঁর দল দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও রাশিয়াতে বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দেশ ও রাজ্যের মুখ উজ্জল করেছেন। তাঁকে ২০০৪ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমির পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

৩০ জানুয়ারি শহীদ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ম'তিতে আগামী ৩০ জানুয়ারি রাজ্যে শহীদ দিবস পালন করা হবে। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ঐদিন সকাল ৮টা ১০ মিনিটে সার্কিট হাউস সংলগ মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা 'পন করবেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস।

মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর রাজ্যপাল ৮টা ২২ মিনিট নাগাদ গান্ধীঘাটের গান্ধী বেদীতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। দুটি অনুষ্ঠানেই অন্যান্য অতিথিগণ উপস্থিত থাকবেন। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন (রাজনৈতিক) দপ্তর থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খুমলুঙস্থিত খেরেঙবার সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কনফারেন্স হলে গত ২৪ জানুয়ারি জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক সচেতনতা মূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে খেরেঙবার সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক কন্যা শিশু সুরক্ষা, যত্ন, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বিষয়ক আইন ও বেআইনি গর্ভপাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে এমপিএস, এমপিডব্লিউ, আশা, আশা ফেসিলিটেটর ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুরূপে জেলার নড়সিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৪ জানুয়ারি নড়সিংগড় কমিউনিটি হলে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক সচেতনতা মূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে এমপিএস, এমপিডব্লিউ, আশা ও আশা ফেসিলিটেটর সহ ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কন্যা শিশু সন্তানের সুরক্ষা, বেআইনি গর্ভপাত ও ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বিষয়ক আইন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত অলোচনা করেন নড়সিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক। রাজ্য পরিবার কল্যাণ এবং রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আঠারো কার্ড অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলার শান্তিনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অর্ন্তগত আঠারো কার্ড অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সম্পতি এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে ১১ জন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে গর্ভবতী মা ও শিশুদের টিকাকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। শিবিরে কমিউনিটি হেলথ অফিসার ও এম.পি.ডব্লিউগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিবার কল্যাণ ও রোধ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দেবেন্দ্র সর্দার পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলার বেলবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত দেবেন্দ্র সর্দার পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সম্পতি এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে কমিউনিটি হেলথ অফিসার ও এম.পি.ডব্লিউ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও আশাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে শিশুদের নিয়মিত ছয়ের পাতায় দেখুন

রামসাধু পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলার ক্ষীরোদনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে রামসাধু পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২১ জানুয়ারি এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে গর্ভবতী মা ও শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তাছাড়া শিবিরে একজন জরের রোগী থাকায় তার ম্যালিরিয়া পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু রিপোর্ট নেগিটিভ এসেছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে ২২জন স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোধ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম সি এইচ ক্লিনিকে গত ২০ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে শিশু ও গর্ভবতী মা সহ ৩৮ জনকে টিকা দেওয়া হয়। তাছাড়া জেলার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের এম সি এইচ ক্লিনিকে গত ২০ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে শিশু ও একজন গর্ভবতী মা সহ ২৬ জনকে বিভিন্ন টিকা দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোধ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

করবুকে জাতীয় ভোটার দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। করবুক মহকুমায় ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করা হয়। করবুক মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে করবুক বিএসি হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক ছয়ের পাতায় দেখুন

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়তে সরকার কাজ করছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়তে সরকার কাজ করছে। রাজ্যের প্রতিটি ঘরে রোজগারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাম ও শহরের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করছে সরকার।

আজ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে মোহনপুরের ছেচুরিয়া বাজারে নির্মিত মার্কেট শেড ও নাট মন্দিরের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। উল্লেখ্য, ডেভেলপমেন্ট অব প্রাইমারি রুরাল মার্কেট প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৫৪ লক্ষ টাকা।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোহনপুরে আধুনিক শ্মশান, ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোহনপুর বাজারের নিকট সোনাই নদীর উপর বেইলি ব্রীজ নির্মাণ করা হবে।

তুলাবাগানে ভূমিহীন টিলাতে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা, ১ হাজার আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, অতিথিশালা, ছোট পরিসরে হাসপাতাল নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। তিনি আরও জানান, হেজামারা-খোয়াই চৌমুহনীতে ২০ হেক্টর জায়গায় নবোদয় বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে। ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হবে টাউন হল। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, বিভিন্ন পরিকল্পনা সঠিক বাস্তবায়ণের ফলে অচিরেই ত্রিপুরা আদর্শ রাজ্যে পরিণত হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উপঅধিকর্তা অনিল দেববর্মা, মোহনপুরের মহকুমা শাসক প্রসূন দে, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি জয়লাল দাস। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর ব্লকের বিডিও শুভব্রত ভট্টাচার্য, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দাস, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি তত্ত্বাবধায়ক উত্তম সাহা।

মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম সি এইচ ক্লিনিকে গত ২০ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২৩ জন শিশু ও একজন গর্ভবতী মাকে টিকাকরণ দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোধ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে ঃ রাজস্বমন্ত্রী বিলোনীয়া,২৭ জানুয়ারি, ২০২১ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সদর বিলোনীয়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বি কে ইনস্টিটিউট মাঠে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করে রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীদেববর্মা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতিরোধ করে দেশের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কোভিড-১৯ এর মোকাবিলায় দেশের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াই করে শুধু সফলই হয়নি বরং সারা বিশ্বের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

অনুষ্ঠানে রাজস্বমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের অন্যান্য অংশের সাথে আমাদের রাজ্যেও করোনার ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের মহকুমা সদরগুলিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের মহকুমা সদরগুলিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রতিটি মহকুমায় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রভাতফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন হাসপাতালে রোগী ও সংশোধনাগারে ফল ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সারাদিন ব্যাপী কর্মসূচি পালিত হয় প্রতিটি মহকুমায়।

বিশালগড় : বিশালগড় মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি হয় বিশালগড় মহকুমা শাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস (দত্ত)। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা আত্মবলিদান করেছেন তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে মরণ করেন। অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করেন আরক্ষা বাহিনীর জওয়ানগণ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ হজাগিরি নৃত্য, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাসপাতালের রোগী ও সংশোধনাগারের আবাসিকদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, ক্রীড়া আধিকারিক ড. ভারতী নিগম, বিশালগড় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবাশিস সাহা, ডিসিএম টিফানি কলই, মহকুমা তথ্য ও সংস্ক'তি আধিকারিক প্রমুখ।

তেলিয়ামুড়া : তেলিয়ামুড়া মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় স্থানীয় ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে। সকাল ৯টায় সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়। উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়ার মহকুমা শাসক ভাস্বর ভট্টাচার্য। পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন নীতিন কুমার সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। কবি নজরুল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে। টি এস আর ১২ নং ব্যাটেলিয়ানের পক্ষ থেকে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং কচিকাঁচা শিল্পীদের দ্বারা দেশাত্ববোধক নৃত্য, জনজাতি নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। মহকুমা হাসপাতাল সহ অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ এবং সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

করবুক : সমগ্র রাজ্যের সাথে ২৬ জানুয়ারি যথাযথ মর্যাদায় করবুক মহকুমায় ৭২ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। সকালে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীদের নিয়ে প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় করবুক পা'হিম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন দক্ষিণ করবুক লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পুলিশ কর্তৃক কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে মহকুমার ৫টি সাংস্কৃতিক দল দেশাত্ববোধক সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে মহকুমার ২ জনকে কৃষিকাজে উৎকৃষ্টতার জন্য, ২ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে কর্মক্ষেত্র বিশেষ অবদানের জন্য, ২টি উচ্চ বিদ্যালয়কে ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০০ শতাংশ ফলাফলের জন্য, কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১ জন মহিলা আরক্ষা কর্মীকে এবং ১০ জন বয়োজ্যেষ্ঠ বক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করবুক সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

অমরপুর : যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল অমরপুরে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। ভোরে প্রভাতফেরীর মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ও সকাল ৭টায় সরকারী প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় চণ্ডীবাড়ি সংলগ মাঠে। সকাল ৯টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। পতাকা উত্তোলন করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তিনি ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। সন্ধ্যায় অমরপুর নতুন টাউন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সাব্রুম : সাব্রুম মহকুমায় গতকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সকাল ৭টায় বিভিন্ন অফিস-আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৯.১০ মিনিটে সাব্রুম মেলার মাঠে মহকুমার মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক শংকর রায়। আরক্ষা প্রশাসনের জওয়ানগণ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। বিধায়ক শংকর রায় প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মহকুমাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরে সাব্রম মহকুমা হাসপাতালের রোগী এবং সংশোধনাগারের আবাসিকদের ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

পানিসাগর : যথাযথ মর্যাদায় পানিসাগর মহকুমায় গতকাল ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।